নাগানন্দ।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সান্যাল এণ্ড কোং

কলিকাতা।

নাগানন্দ।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
অনুবাদিত।

কলিকাতা
২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে,
সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
১৩০৯।

মূল্য ৷৹ আনা।

ভূমিকা

নাগানন্দ নাটক কনৌজের অধিপতি শ্রীহর্ষদেব কর্ত্তৃক বিরচিত। রত্নাবলী নাটিকাও ইঁহার রচনা। এই নাটকখানি পাঠ করিলে গ্রন্থকারকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী কিম্বা বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রবণ বলিয়া মনে হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রবণ বলিলাম,—কেননা দেখা যায়, যেমন একদিকে অহিংসা পরম ধর্ম্ম—এই বৌদ্ধ নীতি-সূত্রটি এই নাটকে প্রতিপাদিত হইয়াছে ও বোধিসত্ত্বদিগের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইরূপ আবার অন্য দিকে, গৌরী ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেব দেবীরও পূজা ভক্তি সহকারে বর্ণিত হইয়াছে। চীনীয় পর্য্যটক হুয়েন-ৎসান তাঁহার ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্তে শ্রীহর্ষদেবের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে এই রহস্যের কতকটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। হুয়েন-ৎসাং বলেন, সময়ে সময়ে তিনি কখন বা হিন্দুধর্ম্মের দিকে, কখন বা বৌদ্ধধর্ম্মের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেন; কখন বা বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিকে এবং কখন বা সূর্য্যদেব ও মহাদেবের মূর্ত্তিকে উচ্চ আসন প্রদান করিতেন; তাঁহার রাজ্যে বৌদ্ধ-মঠ ও হিন্দুমন্দির উভয়েরই সংখ্যা প্রায় সমান ছিল।

শ্রীহর্ষদেব (হর্ষবর্দ্ধন) দ্বিতীয় শিলাদিত্য নামে ইতিহাসে খ্যাত। তিনি খৃষ্টাব্দ ৬০৬ হইতে ৬৪৮ বর্ষ পর্য্যন্ত কনৌজে রাজত্ব করেন।

পাত্রগণ।

পুরুষবর্গ।

সূত্রধার	
জীমূতবাহন (নায়ক)	বিদ্যাধর-রাজকুমার, ভাবী বিদ্যাধর-চক্রবর্ত্তী।
আত্রেয় (বিদূষক)	জীমূতবাহনের বয়স্য।
জীমূতকেতু	জীমূতবাহনের পিতা।
মিত্রাবসু	সিদ্ধরাজ বিশ্বাবসুর পুত্র, ও মলয়বতীর ~~ভগিনী~~। —ভ্রাতা
শেখরক (বিট)	রাজ-পারিষদ।
শঙ্খচূড়	একজন নাগ।
গরুড়	পক্ষিরাজ।
সুনন্দ	প্রতীহারী।
তাপস, দাস, কিঙ্কর ইত্যাদি।	

স্ত্রীবর্গ।

মলয়বতী (নায়িকা)	সিদ্ধরাজকুমারী।
মনোহারিকা চতুরিকা নবমালিকা	মলয়বতীর দাসীগণ।
বৃদ্ধা (১)	শঙ্খচূড়ের মাতা।
বৃদ্ধা (২)	জীমূতবাহনের মাতা।
গৌরী	বিদ্যাধরদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

নাগানন্দ।

প্রথম অঙ্ক।

নন্দী।

"সমাধির ছল করি' কোন্ প্রেয়সীরে তুমি
করিছ চিন্তন ?
ক্ষণেক উন্মীলি চক্ষু, এই কামাতুর জনে
কর গো দর্শন।
পরিত্রাতা হইয়াও তুমি তো গো এ বিপদে
নাহি কর ত্রাণ,
মিথ্যা কারুণিক তুমি— নির্দ্দয় আহুয়ে কেবা
তোমার সমান ?"
—এইরূপ ঈর্ষাভরে কামিনীরা তিরস্কার
করেন যাঁহারে
সেই প্রভু বুদ্ধ-জিন সতত করুণ রক্ষা
তোমা সবাকারে।
আকর্ষি' কার্ম্মুক কাম ;— ঢাক ঢোল বাজাইয়া
কাম-অনুচর সব উদ্দাম উদ্ধত ;
ভ্রূভঙ্গ উৎকম্প জৃম্ভ, মৃদু-হাস্য লোল-দৃষ্টি
হাব-ভাব প্রকাশিয়া দিব্যাঙ্গনা যত ;

নতশিরে সিদ্ধগণ ; বিস্ময়ের বশে ইন্দ্র
হয়ে লোমাঞ্চিত ;
দেখিল গো যে পুরুষে ঃ— ধ্যান-যোগে লভি জ্ঞান
নহে বিচলিত ;
—সেই সে মুনীন্দ্র বুদ্ধ তোমা সবাকারে রক্ষা
করুন নিয়ত ॥

(নান্দীর পর)

সূত্রধার।—অতি বাহুল্যে প্রয়োজন নাই। মহারাজ শ্রীহর্ষদেবের পাদ-পদ্মোপজীবী যে সব রাজারা, মহারাজের সাদর আহ্বানে দেশ দেশান্তর হতে এখানে সমাগত হয়েছেন তাঁরা আজ আমাকে এই কথা বল্লেন ;—"আমাদের প্রভু মহারাজ শ্রীহর্ষদেব, অপূর্ব্ব আখ্যান-বস্তুতে অলঙ্কৃত, ও বিদ্যাধর-অধীশ্বর নায়ক-সমন্বিত "নাগানন্দ" নামে যে নাটক রচনা করেছেন, তার কথা আমরা শ্রুতি-পরম্পরায় কেবল শুনেছি মাত্র, কিন্তু তার অভিনয় কখন দেখিনি। অতএব, সর্ব্বজন-হৃদয়-রঞ্জন সেই রাজার সম্মানার্থ এই নাটকখানি আমাদের সম্মুখে তোমরা আজ অনুগ্রহ করে' অভিনয় কর।" এখন তবে সাজসজ্জা করে' এসে তাঁদের অভিলাষ পূর্ণ করা যাক্। (পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) আমার বিশ্বাস, উপস্থিত সভাসদেরও মন শোন্‌বার জন্য উৎসুক হয়েচে। কেননা ;—

শ্রীহর্ষ নিপুণ কবি ;
গুণগ্রাহী এই সভ্যগণ ;
নাট্যে দক্ষ মোরা সবে ;
কিবা তবে অন্য প্রয়োজন ?
বস্তুর গৌরবে শুধু
ইষ্ট ফল পাইবার কথা,

তাহে পুন ভাগ্যক্রমে
সর্ব্বগুণ সমুদিত হেথা॥

এখন তবে গৃহে গিয়ে, গৃহিণীকে আহ্বান করে' সঙ্গীত আরম্ভ করে দি। (পরিক্রমণ করিয়া, নেপথ্যাভিমুখে দেখিয়া) এই আমাদের গৃহ—প্রবেশ করা যাক্। (প্রবেশ করিয়া) ঠাকরুণ! এই দিকে এসো তো একবার।

(নটীর প্রবেশ)

নটী।—(সাশ্রুলোচনে) হতভাগিনীকে ডাকৃচ কেন? কি করতে হবে বল।

সূত্রধার।—ওগো! "নাগানন্দ" অভিনয় করতে হবে, আর কিছু নয়—এতে তুমি অকারণে রোদন করচ কেন?

নটী।—কাঁদব না কেন বল। শ্বশুর শাশুড়ীর, বৃদ্ধাবস্থায়, সংসারে অত্যন্ত বৈরাগ্য হয়েচে—আর তুমি এখন সংসার-ভার বহন করতে সক্ষম হয়েছ মনে করে' তাঁরা তপোবনে চলে গেছেন।

সূত্র।—(নৈরাশ্য-সহকারে) কি? আমাকে ত্যাগ করে' তাঁরা তপোবনে চলে গেছেন? এখন তবে কি কর্ত্তব্য? (চিন্তা করিয়া) এখন আমি তাঁদের চরণ সেবার সুখ ত্যাগ করে' কি করে'ই বা গৃহে থাকি? দেখ, আমিও;—

সেবিতে পিতামাতায়
পৈতৃক ঐশ্বর্য্য সব ত্যজি'
জীমূত বাহন-সম
যাব চলি' তপোবনে আজি।

(উভয়ের প্রস্থান)

ইতি প্রস্তাবনা।

(নায়ক ও বিদূষকের প্রবেশ)

নায়ক।—(বৈরাগ্যের ভাবে) দেখ বয়স্য আত্রেয়!

জানি আমি, যউবন বাসনা-আধার;
ক্ষণ-ধ্বংসী—ইহাও গো জানি আমি সার;
কে না জানে ধরাতলে, এ ছার যৌবন
কার্য্যাকার্য্য বিচারণে সতত অক্ষম।

তবু এ যৌবন যদি পিতা মাতার সেবায়
হয় নিয়োজিত
—যতই হউক মন্দ— সে যৌবনে হয় লাভ
সুফল বাঞ্ছিত॥

বিদূ।—(সরোষে) দেখ সখা! বৈরাগ্যগ্রস্ত ব্যক্তির মত' তুমি তো এতকাল তোমার এই জীবন্মৃত বৃদ্ধ পিতা-মাতাদের জন্য বনবাস দুঃখ ভোগ করলে; এখন তাঁদের সেবা শুশ্রূষা ত্যাগ করে' ইচ্ছা-সম্ভোগ-সুলভ রাজ্যসুখ একবার অনুভব করে' দেখদিকি!

নায়ক।—সখা! তুমি কথাটা ঠিক বল্লে না। কেননা:—

পিতার সম্মুখে থাকি'
ভূতলে যে শোভার উদয়,
সিংহাসন-পরে বসি'
সেই শোভা কভু কিগো হয়?
পিতার চরণ সেবি' হয় যেই সুখ
সমস্ত সাম্রাজ্য লাভে হয় কি সেরূপ?

যে সন্তোষ হয় মনে   পিতার পাতের অন্ন
করিয়া ভোজন
কভু কি সেরূপ হয়   যদিও গো করি ভোগ
এ বিশ্ব ভুবন ?
যে করে সাম্রাজ্য ভোগ
গুরুজনে করি' পরিহার
নাহি তাহে কোন সুখ,
সে রাজত্বে ক্লেশ মাত্র সার ॥

বিদূ।—(স্বগত) আহা! গুরুজনের শুশ্রূষায় এঁর কি আশ্চর্য্য অনুরাগ! ভাল, আর কোন রকম করে' বলা যাক্। (প্রকাশ্যে) দেখ সখা, এ কথা আমি কেবল রাজ্য-সুখের উদ্দেশে বল্‌চিনে; দেখ, তোমার অন্য কর্ত্তব্যও অছে।

নায়ক।—(সস্মিত) না না সখা, যা করবার আমি সমস্তই করেছি।

মন্ত্রিগণে ন্যায্যপথে করিনু যোজিত;
সাধুগণে সুখ-মাঝে করিনু স্থাপিত;
করিলাম রাজ্যরক্ষা;—আশার অধিক দান
করিলাম কল্পদ্রুম-সম অর্থী জনে;
এর পর কি আছে গো কর্ত্তব্য অধিক আর,
আমায় বল গো যাহা আছে তব মনে ॥

বিদূ।—দেখ সখা, তোমার প্রতিপক্ষ সেই মতঙ্গ-হতভাগা অত্যন্ত দুঃসাহসিক; আমার মনে হয়, সে নিকটে থাকৃতে, মন্ত্রীদের উপর রাজ্য ভার দিলেও, তোমা-বিনা রাজ্য কথনই সুস্থির হবে না।

নায়ক।—ধিক্ মূর্খ! মতঙ্গ রাজ্য হরণ করবে, এই তোমার আশঙ্কা হচ্চে ?

বিদূ।—হাঁ, আমার সেই আশঙ্কা।

নায়ক।—তা হলে তো আমার সব অভীষ্টই সফল হয়। আমি আপনা হতে যা না দিতে পারি, পিতার আদেশ পালনের অনুরোধে, নিজের শরীর হতে আরম্ভ করে'—আমার সমস্তই পরার্থের ন্যায় অনায়াসে দান করতে পারি। তবে, এই ছার রাজ্যের কথা চিন্তা করে' আর কি হবে? রাজ্যভোগ করা অপেক্ষা, পিতার আজ্ঞা পালন করা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। দেখ, পিতা আমাকে এইরূপ আদেশ করেছেন:—"বৎস জীমূতবাহন! বহুদিবস হতে এই স্থানের সমিৎ কুসুম আহরণ ও কন্দমূল ফল ভোগ করা গেছে; অতএব এখন এ স্থান হতে মলয় পর্ব্বতে গিয়ে, একটী বাস-যোগ্য আশ্রম নিরূপণ কর।" তাই বল্‌চি সখা, এসো এখন সেই মলয় পর্ব্বতেই যাওয়া যাক্।

বিদূ।—আচ্ছা, তবে সেইখানেই চল। (পরিক্রমণ)

বিদূ।—(সম্মুখে অবলোকন করিয়া) দেখ দেখ, আহা!

সরস সুস্নিগ্ধ ঘন চন্দন-বন-উৎসঙ্গ লভি'
পরিমলে পূর্ণ বায়ু; সুবিমল গিরি-তট হতে
নির্ঝর সলিল-রাশি পড়িতেছে চূর্ণ চূর্ণ হয়ে;
—তাহার শীকর বহি' সুরভিত মলয়-মারুত
প্রথম-মিলনোৎসুক প্রিয়া কণ্ঠ-আলিঙ্গন-সম
পথ-শ্রম করি দূর বয়স্যেরে করে রোমাঞ্চিত॥

নায়ক।—(সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিয়া) এই যে, আমরা সেই মলয়-পর্ব্বতে এসে পৌঁছেছি (চারিদিকে অবলোকন করিয়া) আহা, এ স্থানটী কি রমণীয়! দেখ:—

চন্দনের তরু হতে ঝরে ক্ষীর, ভগ্ন হয়ে
মত্ত দিক্-গজদের
গণ্ড-ঘরষণে:

সিন্ধু-গরজন সম কন্দর গহ্বর হতে
ক্রন্দনের ধ্বনি উঠে
পবন তাড়নে ;
পদ-অলক্তকে রক্ত মুক্তাময় শিলাভূমি
যত সিদ্ধাঙ্গনাদের
গমনাগমনে ;
হেরি' এ মলয়াচল, অপূর্ব্ব ঔৎসুক্য কি যে
জনমে হৃদয়-মাঝে
বলিব কেমনে ॥

এসো তবে এই পর্ব্বতে আরোহণ করে' একটী আশ্রমের স্থান নিরূপণ করা যাক্।

বিদু।—হাঁ, সখা, (অগ্রে থাকিয়া) এসো। (অরোহণ)

নায়ক।—(দক্ষিণ চক্ষুর স্পন্দন) একি !

নাচিছে দক্ষিণ চক্ষু,
ফলাকাঙ্ক্ষা নাহি মোর কোনো ;
দেখা যাক্ ;—মুনি-বাক্য
মিথ্যা নাহি হয় জেনো কথন ॥

বিদু।—সখা ! এই দক্ষিণ চক্ষুর স্পন্দন, তোমার কোন আসন্ন সুখের সূচনা করচে।

নায়ক।—যা বল্লে সখা !

বিদু।—(অবলোকন করিয়া) দেখ দেখ সখা।

স্নিগ্ধচ্ছায় সুনিবিড় তরুগণে সুশোভিত
দেখা যায় ওই দেখ
পুণ্য তপোবন ;

হবির সুগন্ধে পূর্ণ সবেগে উঠিছে ধূম,
মৃগ-শিশু সুখাসীন
—নিরুদ্বিগ্ন-মন ॥

নায়ক।—তুমি ঠিকই লক্ষ্য করেছ—তপোবনই বটে। কেন না ঃ—

বাস-পরিধান তরে সদয়ে হয়েচে ছিন্ন
নাতি-স্থূল তরুণ বল্কল ;
মগ্ন কমণ্ডলু জীর্ণ স্পষ্টরূপে দেখা যায়
এমনি নির্ম্মল স্বচ্ছ নির্ঝরের জল ;
ব্রাহ্মণ-বালকগণ মৌঞ্জ-মেখলা ছিন্ন
ফেলিয়াছে হেথায় হোথায় ;
সাম-বেদ-পদাবলী নিয়ত শ্রবণ-হেতু
শুক-পক্ষী দেখ কিবা গায় ॥

এসো তবে, ভিতরে প্রবেশ করে' দেখা যাক্।

(প্রবেশ)

(সবিস্ময়ে অবলোকন করিয়া) দেখ, মুনিরা যেমন হৃষ্টচিত্তে বেদবাক্যের সন্দিগ্ধ স্থলগুলি বিচার করে' ব্রাহ্মণ-বালকদের নিকট সবিস্তরে ব্যাখ্যা করচেন—বালকেরাও, দেখ আর্দ্র সমিৎ কাষ্ঠ সব ছেদন করছে ; আর দেখ, তাপস-কুমারীরা চারা গাছগুলির তলায় জল সেচন করচে—আহা এই তপোবনের কি প্রশান্ত রমণীয়তা! দেখ এখানে ঃ—

মধুর বচনে কিবা ভ্রমর-গুঞ্জনচ্ছলে
বলিয়া স্বাগত
ফলনম্র-শিরে শাখী আমাদের সন্নিকটে
হতেছে প্রণত ;
অর্ঘ্যচ্ছলে পুষ্পবৃষ্টি ঐ দেখ তরু সবে
করে বিকীরিত ;

অহো ! কি আশ্চর্য্য হেথা, অতিথি-সেবায় দেখি
শাখীরাও হয়েছে শিক্ষিত ॥

হাঁ, এই তপোবনটি নিশ্চয় আমাদের বাসের উপযুক্ত ; এইখানে বাস করলেই শান্তি-সুখ লাভ হবে।

বিদু।—দেখ সখা, ঐ হরিণগুলি একটু ঘাড় বেঁকিয়ে, স্থির ভাবে কেমন দাঁড়িয়ে আছে ; মুখের চিবোনো ঘাস মুখ থেকে ঝরে ঝরে পড়চে, আর আরামে চক্ষু যেন মুদে আস্‌চে ; আর দেখ, কাণ খাড়া করে' কি-যেন শুন্‌চে।

নায়ক।—(কাণ পাতিয়া) সখা ! তুমি ঠিকই লক্ষ্য করেছ।

অবধান-যোগ্য বটে ; ভ্রমর-গুঞ্জন সম
বীণা-তন্ত্রী-স্বরে কিবা
হইয়া মিলিত
সম-মন্দ্র-তার-ধ্বনি প্রকটিয়া যথা স্থানে
সুস্পষ্ট ললিত গীত
হয় উচ্ছ্বসিত।
অলস কুরঙ্গ তাই দন্ত-অন্তরাল-স্থিত
তৃণ-চর্ব্বণ-শব্দ করিয়া সংযম
উৎসুক হইয়া এবে
করিছে শ্রবণ ॥

বিদু।—সখা, এই তপোবনে আবার কে গান করে ?

নায়ক।—দেখ কোমল আঙুলে যেন আহত হয়ে মধুর অস্ফুট ধ্বনি বীণা-তন্ত্রী হতে নির্গত হচ্চে ; তাই মনে হয়, কোন দিব্যাঙ্গনা (অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া) এই দেবালয়ে আরাধনা করতে করতে বীণার সঙ্গে গান করচেন।

বিদু।—এসো সখা, দেবালয়ের মধ্যে প্রবেশ করে' দেখা যাক।

নায়ক।—বেশ বলেছ সখা। দেবতাদের বন্দনা করা আমাদেরও কর্ত্তব্য (নিকটে গিয়া সহসা থামিয়া) সখা! এ সময়ে সহসা সম্মুখে গিয়ে স্ত্রীলোকটিকে দেখা আমাদের উচিত হয় না। এসো আমরা এই তমাল-গুল্মের অন্তরালে অপেক্ষা করি। (তথা করণ)

দৃশ্য।—দাসীর সহিত ভূতলে বসিয়া মলয়বতীর বীণা বাদন।

নায়িকা।—(গান করিতে করিতে)

গীত।

ফুল্ল পদ্মরেণু সম গউর বরণ তব
ও মোর গৌরি!
মনোবাঞ্ছা কর পূর্ণ সুপ্রসন্ন হয়ে দেবি
প্রসাদ বিতরি॥

নায়ক।—(কাণ পাতিয়া শ্রবণ) সখা! কি চমৎকার গান—কি চমৎকার বাদ্য!

দশবিধ প্রকরণে
স্বর-ধাতু করি' প্রকটিত,
দ্রুত মধ্য বিলম্বিত —
ত্রিধা লয় করি' প্রদর্শিত,
গোপুচ্ছ-প্রমুখ যতি —তিনরূপ হইলেও—
যথা ক্রমে করি' সম্পাদন,
বীণা-যন্ত্র-অনুগত ত্রিবিধ বাদ্যের বিধি
করিছেন দিব্য প্রদর্শন॥

দাসী।—(প্রণয়-সহকারে) দিদিঠাকুরণ! দেবীর সম্মুখে বাজিয়ে বাজিয়ে তোমার আঙ্গুল কি এখনও শ্রান্ত হয়ে পড়ে নি?

নায়িকা।—(তিরস্কারের ভাবে) ওলো! দেবীর কাছে বাজিয়ে আঙ্গুল কি কখন শ্রান্ত হয়?

দাসী।—নানা দিদিঠাকরুণ, আমি বল্‌চি কি,—এই নির্দয়া দেবীর কাছে বাজিয়ে কি ফল? দেখ, কুমারী জনের পক্ষে যা দুষ্কর—সেই সব নিয়ম উপাসনাদি করে', এতকাল ধরে' তুমি দেবীর আরাধনা করলে, তবু তো তিনি তোমার উপর প্রসন্ন হলেন না।

বিদু।—ইনি দেখচি তবে কুমারী; তবে আমরা দেখি না কেন?

নায়ক।—তায় দোষ কি; কুমারীদের দেখায় কোন দোষ হতে পারে না। কিন্তু যদি আমাদের দেখে, বাল্য-সুলভ ভয়ে এখানে আর না থাকেন—তাই বল্‌চি, এই তমালগুল্মের অন্তরালে থেকেই দেখা যাক।

বিদু।—আচ্ছা, সেই ভাল।

উভয়ে।—(দর্শন)

বিদু।—(দেখিয়া সবিস্ময়ে) সখা, দেখ দেখ; আহা কি চমৎকার! শুধু যে ওঁর বীণা শুনে আমাদের শ্রুতি-সুখ হচ্ছে তা নয়, আবার ওঁর রূপেতেও আমাদের চক্ষু মুগ্ধ। না জানি ইনি কে? ইনি দেবী, না, নাগকন্যা, না, বিদ্যাধর-দুহিতা, না সিদ্ধকুল-সম্ভবা?

নায়ক।—(সস্পৃহভাবে অবলোকন করিয়া) সখা, ইনি কে, আমরা জানিনে বটে, কিন্তু এ কথা আমি বেশ বল্‌তে পারি :—

সুরনারী হন যদি —নিশ্চয় কৃতার্থ হবে
বাসবের সহস্র লোচন;
নাগকন্যা হন যদি —রসাতল শশিশূন্য
হইবে গো হেরি' ও-আনন;
হন যদি বিদ্যাধরী, —আমাদের এই জাতি
হইবে গো সর্ব্ব-জাতিজয়ী;

হন যদি সিদ্ধ-সুতা ত্রিভুবনে সুপ্রসিদ্ধ
হইবে গো সিদ্ধেরা নিশ্চয়ি ॥

বিদূ।—(নায়ককে অবলোকন করিয়া সহর্ষে স্বগত) কি সৌভাগ্য! অনেক দিনের পর ইনি আজ মন্মথের হাতে পড়েচেন—অথবা এই ব্রাহ্মণের হাতে পড়েচেন বল্লেও হয়।

দাসী।—(প্রণয়-সহকারে) দিদিঠাকরুণ, শোনো বলি, এই নির্দ্দয়ার কাছে বাজিয়ে আর কি হবে (বীণা আকর্ষণ)

নায়িকা।—(সরোষে) ওলো! ভগবতী গৌরীর নিন্দা করিস্‌নে। আজ ভগবতী আমার পরে প্রসন্ন হয়েছেন।

দাসী।—(সহর্ষে) সত্যি নাকি দিদিঠাকরণ? কি হয়েচে বল দিকি।

নায়িকা।—ওলো! আজ স্বপ্নে এই বীণা বাজাচ্চি এমন সময়ে, ভগবতী গৌরী আমাকে বল্লেন :—বৎসে মলয়াবতি! তোমাব এই বীণা-বাদ্যে দক্ষতা দেখে, আর আমার প্রতি তোমার এই বালিকা-জন-দুষ্কর আসাধারণ ভক্তি দেখে আমি পরিতুষ্ট হয়েচি। অতএব, বর দিচ্চি, বিদ্যাধর চক্রবর্ত্তী অচিরাৎ তোমার পাণি গ্রহণ করবেন।

দাসী।—(সহর্ষে) তা যদি হয়, স্বপ্ন কেন বলচ, তোমার হৃদয়ের বরকেই তো দেবী তোমাকে দান করেছেন।

বিদূ।—(শুনিয়া) দেখ সখা, দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করবার এই ঠিক্ অবসর। তা এসো, আমরা এইবার নিকটে যাই।

নায়ক।—আমি তো যাচ্চিনে।

বিদূ।—(অনিচ্ছুক নায়ককে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া ও নিকটে গিয়া) কল্যাণ হোক! চতুরিকা ঠিক্‌ই বলেচে; দেবী বরই দিয়েছেন বটে।

নায়িকা।—(সভয়ে উঠিয়া নায়ককে উদ্দেশ করিয়া) ওলো! ইনি কে?

দাসী।—(নায়ককে নিরীক্ষণ করিয়া চুপি চুপি) এঁর যেরূপ অসাধারণ রূপ তাতে মনে হয় ইনিই সেই ভগবতী-দত্ত বর।

নায়িকা।—(সস্পৃহ ও সলজ্জভাবে নায়ককে অবলোকন)

ওগো তরল-চঞ্চল-আয়ত-লোচনি !
সাধ্বস-ভয়-কম্পিত পীন-ঘন-স্তনি !
একে এই তনুখানি তপঃশ্রান্ত অতি
তাহে পুন কেন ক্লিষ্ট হতেছ এমতি ?

নায়িকা।—(চুপি চুপি) ভয়ে আমার বুক্ কাঁপচে, আমি ওঁর সম্মুখে থাকৃতে পারচি নে। (নায়ককে আড় চোখে দেখিয়া একটু মুখ ফিরাইয়া অবস্থান)

দাসী।—ওকি করচ চিদিঠাকরণ ?

নায়িকা —ওলো, আমি এঁর সমুখে কিছুতেই থাকৃতে পারচিনে—আয় আমরা এখান থেকে চলে যাই। (উঠিতে উদ্যত)

বিদু।—দেখ, উনি ভয় পেয়েচেন; আমার পঠিত বিদ্যার মত মুহূর্ত্ত কাল এঁকে ধরে রাখি।

নায়ক।—তায় দোষ কি ?

বিদু।—এই তপোবনে আপনাদের এ কিরূপ আচার? একজন অতিথি-ব্রাহ্মণের সহিত একটু বাক্য-সম্ভাষণও করলেন না ?

দাসী।—(নায়িকাকে দেখিয়া স্বগত) ওঁর দৃষ্টিতে অনুরাগ প্রকাশ পাচ্চে। আচ্ছা তবে এইরূপ বলা যাক্। (চুপি-চুপি নায়িকার প্রতি) দিদিঠাকরুণ! ব্রাহ্মণ ঠিক্ই বল্‌চেন, অতিথি-সৎকার করা তোমার কর্ত্তব্য। এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এখানে উপস্থিত, আর তুমি কিনা বোকার মত কি করবে ভেবে পাচ্চ না—এটা কি ঠিক হচ্চে ? আচ্ছা তুমি থাকো, যা করবার আমিই সব করচি। (নায়কের প্রতি) আসুন মহাশয়; আসন গ্রহণ করে' এ স্থানটিকে অলঙ্কৃত করুন।

বিদু।—দেখ সখা! ইনি বেশ কথা বল্‌চেন। এসো এইখানে বসে একটু বিশ্রাম করা যাক্।

নায়ক।—তুমি ঠিক্ বলেছ।

উভয়ে।—(উপবেশন)

নায়িকা।—(দাসীর প্রতি) ওলো রঙ্গিণি! ও কাজ করিস্‌নে বল্‌চি। যদি কোন তাপস এসে দ্যাখে, তাহালে আমাকে অশিষ্টা বলে' মনে করবে।

তাপসের প্রবেশ।

তাপস।—কুলপতি বিশ্বামিত্র এইরূপ আমাকে আজ্ঞা করলেন, "দেখ বৎস শাণ্ডিল্য! পিতৃ-আজ্ঞায় আজ সিদ্ধ-যুবরাজ মিত্রাবসু, নিজ ভগিনী মলয়বতীর বর স্থির করবার নিমিত্ত ভাবী বিদ্যাধর চক্রবর্ত্তী কুমার জীমূতবাহনকে এই মলয়পর্ব্বতের কোন স্থানে দেখ্‌তে এসেছেন। তাঁর প্রতীক্ষায় থেকে মলয়বতীরও বোধ হয় মধ্যাহ্ন-স্নানের সময় অতীত হয়ে থাক্‌বে; অতএব, তুমি তাঁকে এইখানে ডেকে নিয়ে এসো।" আমি এখন তবে তপোবনের গৌরী-মন্দিরে যাই। (পরিক্রমণ করিয়া ভূমি নিরীক্ষণ করিয়া সবিস্ময়ে) এই যে! এই ধূল্হিময় ভূমিতে কার না জানি এই চক্র-চিহ্ন যুক্ত পদপংক্তি দেখা যাচ্চে? (সম্মুখে জীমূতবাহনকে দেখিয়া) এই পদচিহ্ন নিশ্চয় এই মহাপুরুষেরই হবে।

উজ্জ্বল উষ্ণীষ এঁর শিরে সুশোভিত;
ভুরু-মধ্য-স্থলে রোম রহে বিরাজিত;
রক্তোৎপল সম নেত্র; বক্ষস্থল সুবিশাল
মৃগেন্দ্র-সমান;
আর ওই পদদ্বয়ে চক্র-চিহ্ন যখন গো
দেখি বিদ্যমান

তথন নিশ্চয় ইনি বিদ্যাধর-চক্রবর্ত্তী
—করেন বিশ্রাম ॥

না, এতে কোন সন্দেহই নেই, এই সব লক্ষণে মনে হয় ইনিই সেই জীমূতবাহন। (মলয়বতীকে নিরীক্ষণ করিয়া) আর, ইনিই সেই রাজপুত্রী। (উভয়কে অবলোকন করিয়া) যদি বিধি এঁদের পরস্পরের সহিত মিলন ঘটাতে পারেন, তাহলে এত দিনের পর যোগ্যের সহিত যোগ্যেরই সংযোগ হয়। (নিকটে গিয়া নায়কের প্রতি) কল্যাণ হোক্!

নায়ক।—মহর্ষি! আমি জীমূতবাহন, আপনাকে অভিবাদন করি। (উঠিয়া দাঁড়াইতে উদ্যত)

তাপস।—না না, আর উঠ্‌তে হবে না। দেখুন, অতিথি সকলেরই গুরু, সেই হেতু আপনিই আমাদের পূজ্য। অতএব, কিছুমাত্র কষ্ট করবেন না; যথাসুখে অবস্থান করুন।

নায়িকা।—মহর্ষি! প্রণাম।

তাপস।—(নায়িকার প্রতি) বৎসে! তোমার অনুরূপ পতি হোক্! দেখ, রাজপুত্রি! কুলপতি বিশ্বামিত্র তোমাকে এই কথা বলেছেন, —"মধ্যাহ্ন-স্নানের সময় অতীত হয়ে যাচ্চে, অতএব তুমি শীঘ্র এসো"।

মলয়বতী।—যে আজ্ঞে গুরুদেব। (স্বগত) একদিকে গুরুর বচন; অন্যদিকে প্রিয়জনের দর্শন-সুখ; যাই কি না যাই—এই দুয়ের মধ্যে কে-যেন আমার হৃদয়কে এখনও দোলাচ্চে। (উঠিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া সানুরাগে নায়ককে দেখিতে দেখিতে তাপসের সহিত প্রস্থান)

নায়ক।—(উৎকণ্ঠার সহিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া নায়িকাকে দেখিতে দেখিতে)

ঘন-জঘন-মন্থর-গামিনী ওই
আমা-ছাড়ি করিছেন অন্যত্র গমন ;
যদিও চলিয়া যান আমা হতে দূরে,
হৃদয়ে নিহিত আছে ও-চারু চরণ ॥

বিদু।—দেখ সখা, যা দ্রষ্টব্য তাতো আজ দেখ্‌লে। এখন আমার জঠরাগ্নি এই মধ্যাহ্ন সূর্য্যের তাপে যেন আরো দ্বিগুণ বেড়ে দাও-দাও ক'রে জ্বলে উঠেচে ; তা, চল এখন যাওয়া যাক্। ব্রাহ্মণ-অতিথি হয়ে মুনিজনের কাছ থেকে কন্দ ফলমূল কিছু নিয়ে, কোন প্রকারে এখন শরীর ধারণ করা যাক্।

নায়ক।—(ঊর্দ্ধদিকে অবলোকন করিয়া) এই যে! সূর্য্যদেব নভস্তলের মধ্যস্থলে অধিষ্ঠিত হয়েছেন ; দেখঃ—

তাপ-ক্লিষ্ট গজপতি কপোল পাণ্ডুর করে
চন্দন ঘর্ষণে ;
নিজ-কর্ণ-তাল-বৃন্তে বীজন করিছে বায়ু
আপন আননে ;
শুণ্ড দিয়া জলকণা করি' বিকীরণ
বিশেষ করিয়া বৃক্ষ করিছে সিঞ্চন ;
নিজ ভক্ষ্য শল্লকীর যে দুঃসহ দশা
গজেন্দ্রের সেইরূপ হ'ল যে সহসা ॥

(সকলের প্রস্থান)

[ইতি প্রথম অঙ্ক]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দাসীর প্রবেশ।

দাসী।—দিদিঠাকরুণ মলয়বতী আমাকে আজ্ঞা করলেন, :—"ওলো মনোহরিকে! আমার ভাই আর্য্যমিত্র এখনও তো এলেন না; একবার তুই গিয়ে জেনে আয় দিকি তিনি এসেছেন কি না। কে ও' এইদিক পানে তাড়াতাড়ি আসচে?—কি?—চতুরিকা?

দ্বিতীয় দাসীর প্রবেশ।

প্রথমা।—ওলো চতুরিকে! আমাকে না দেখা দিয়ে তাড়াতাড়ি কোথায় যাওয়া হচ্চে?

দ্বিতীয়া।—ওলো মনোহরিকে! আমাকে দিদিঠাকরুণ মলয়বতী এই আজ্ঞা করলেন;—"দেখ্ চতুরিকে! ফুল তুলে আজ আমি অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছি; তাতে আবার এই শরৎকালের উত্তাপে আরও আমার কষ্ট হচ্চে। দ্যাখ্, তুই চন্দনের লতা-কুঞ্জে গিয়ে সেখানকার চন্দ্রমণি-শিলাতলটিতে নব-কদলীপত্র বিছিয়ে রাখ্।" তা, তাঁর আজ্ঞামত আমি তো সমস্তই করেচি, এখন এই কথা দিদিঠাকরুণকে জানিয়ে আসি।

প্রথমা।—তা যদি হয়, তো এখনি গিয়ে তাঁকে জানিয়ে আয়। সেখানে গেলেই তাঁর শরীর ঠাণ্ডা হবে।

দ্বিতীয়া।—(হাসিয়া স্বগত) এ সে তাপ নয় লো, যে তাতে ঠাণ্ডা হবে। আমার মনে হয়, সেই বিচিত্র-রমণীয় চন্দন-লতা-কুঞ্জটি দেখলে তাঁর তাপ আরও বৃদ্ধি হবে। আচ্ছা তুই তবে যা, আমিও দিদি-ঠাকরুণকে জানিয়ে আসি, মনি-শিলাতলটি প্রস্তুত হয়েছে।

(প্রস্থান)

(দাসীর সহিত সোৎকণ্ঠা মলয়বতীর প্রবেশ

মলয়বতী।—(নিশ্বাস ফেলিয়া স্বগত) হৃদয়! তখন সে জনের ক থেকে লজ্জাবশে ধীরে ধীরে চলে গিয়ে, আবার তারই কাছে আপ হতেই যে এখন ফিরে এলি। আরে! তুই কি স্বার্থপর! (প্রকাশ্যে ওলো চতুরিকে! আমাকে ভগবতীর মন্দিরে নিয়ে চল্।

দাসী।—(স্বগত) চলেচেন চন্দন-লতা-কুঞ্জের দিকে, অথচ মুখে বল্‌চেন ভগবতীর মন্দির। (প্রকাশ্যে) দিদি ঠাক্‌রুণ! তুমি যে চন্দন-লতা-কুঞ্জের দিকে যাচ্চ।

নায়িকা।—(সলজ্জভাবে) ওলো! তুই ঠিক্ মনে করে দিয়েচিস্। আচ্ছা, আয় তবে সেইখানেই যাওয়া যাক্।

দাসী।—এসো দিদিঠাকরুণ এসো।

নায়িকা।—(অন্য দিকে গমন)

দাসী।—(পিছনে দেখিয়া উদ্বেগ-সহকারে স্বগত) ওমা কি হবে, দিদিঠাকরুণ যে বড়ই আনমনা হয়ে পড়েছেন। একি! সেই দেবী-মন্দিরেই যাচ্চেন দেখ্‌চি। (প্রকাশ্যে) না না দিদিঠাকরুণ, এই দিকে চন্দন-লতা-কুঞ্জ। এইদিক দিয়ে এসো।

নায়িকা।—(অপ্রতিভ ভাবে ঈষৎ হাসিয়া তথা করণ)

দাসী।—এই চন্দন-লতা-কুঞ্জ; এর ভিতরে গিয়ে চন্দ্রমণি-শিলাতলে বসলে তোমার শরীর এখনি জুড়িয়ে যাবে দিদিঠাকরুণ।

উভয়ে।—(উপবেশন)

নায়িকা।—(নিশ্বাস ফেলিয়া স্বগত) ভগবন্ কুসুমায়ুধ! তুমি মুগ্ধ হয়ে সেজনের জন্য কি না করলে? আমি অপরাধী হলেও অবলা বলে' আমাকে প্রহার করতে তোমার কি একটু লজ্জা হ'ল না? (প্রকাশ্যে) ওলো! নিবিড় শাখা পল্লবে আচ্ছন্ন থাকায়, এই চন্দন-

লতা-কুঞ্জে সূর্য্য-কিরণ আসতে পারচে না বটে, কিন্তু তবু আমার শরীরের তাপ তো এখনও গেল না।

দাসী।—তোমার তাপের কারণ কি, আমি তা জানি; তুমি কি তা বুঝতে পারচ না দিদিঠাকরুণ?

নায়িকা।—(স্বগত) এ যে আমার ভাব বুঝতে পেরেচে দেখচি। তবু একবার জিজ্ঞাসা করি। (প্রকাশ্যে) ওলো! কি আমি বুঝতে পারচিনে? বল্ দেখি তাপের কারণটা কি?

দাসী।—এই তোমার সেই স্বপ্নে-পাওয়া বর—

নায়িকা।—(সহর্ষে ব্যস্তসমস্ত হইয়া, এবং দুই তিন পদ অগ্রসর হইয়া) কোথায় তিনি?—কোথায় তিনি?

দাসী।—(উঠিয়া মুচ্‌কি হাসিয়া) তিনি আবার কে দিদিঠাকরুণ?

নায়িকা।—(সলজ্জভাবে উপবেশন করিয়া অধোমুখে অবস্থান)

দাসী।—দিদিঠাকরুণ আমি সেই স্বপ্নের দেবী-দত্ত বরের কথা বল্‌ছিলেম। তার পরেই দিদিঠাকরুণ তো দেখ্‌লেন, কামদেব ফুল-বাণ সন্ধান করচেন। সেই কামদেবই তোমার তাপের কারণ। তাই, চন্দন-লতাকুঞ্জ স্বভাবতঃ এমন শীতল হয়েও তোমার তাপ দূর করতে পারচে না।

নায়িকা।—চতুরিকা, তুই ঠিকই ঠাউরিচিস্! ওলো, তুই সত্যই চতুরিকা। তোর কাছে তবে আর গোপন করে' কি হবে; তবে শোন্ বলি।

দাসী।—ঠাকরুণ বল্‌বে আর কি, সবই বলা হয়েচে। আমিও আর অধিক কি বল্‌ব; এইমাত্র বল্‌চি, এখন কেন মিছে কষ্ট পাও, নিশ্চিন্ত হও, কোন ভয় নেই। আমি যদি চতুরিকা হই, তাহলে তুমি নিশ্চয় জানবে দিদিঠাকরুণ, তিনিও তোমার অপেক্ষায় আছেন; তোমাকে ছেড়ে এক মুহূর্ত্তও তাঁর মনে সুখ নেই, এও আমি লক্ষ্য করেচি।

নায়িকা।—(সাশ্রুলোচনে) ওলো! আমার অদৃষ্টে কেন এরূপ হল?

দাসী।—দিদিঠাকরুণ! ওকথা বোলো না। মধুসূদন কখনও কি লক্ষ্মীকে বক্ষস্থলে না নিয়ে সুখী হতে পারেন?

নায়িকা।—দ্যাখ্, সুজন যে হয়, সে প্রিয় বাক্য ছাড়া আর কিছু বল্‌তে জানে না। সখি! তিনি যে তখন একটি মুখের কথা বলে'ও আমাকে তুষ্ট করলেন না, এতেই আমার আরো কষ্ট হচ্চে। তাই আমার মনে হয়, তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্য কিছুই নেই। (রোদন)

দাসী।—দিদিঠাকরুণ, কেঁদো না। (স্বগত) অথবা কেনই বা কাঁদ্‌বেন না। হৃদয়ের কষ্ট ওঁর ক্রমেই বাড়চে। এখন তবে কি করা যায়। আচ্ছা, এই চন্দন-তরুর লতাপল্লব ওঁর হৃদয়ের উপর রেখে দি। (প্রকাশ্যে) বলি শোনো দিদিঠাকরুণ, কেঁদো না। চোখের জল পড়ে' পড়ে' তোমার বুক এমনি গরম হয়ে উঠেছে, যে চন্দন-রস অনবরত পড়ে'ও তার তাপ দূর করতে পারচে না। (কদলী-পত্র লইয়া বীজন)

নায়িকা।—(হস্তের দ্বারা নিবারণ করিয়া) সখি! আমাকে বাতাস কোরো না। এই কদলী-পত্রের বাতাস আমার গরম বোধ হচ্চে।

দাসী।—দিদিঠাকরুণ কদলী-পত্রের দোষ দিও না। চন্দন-পল্লব-স্পর্শে শীতল এমন যে কদলী-পত্র, তাও তোমার নিঃশ্বাসে গরম হয়ে উঠেচে।

নায়িকা।—(সাশ্রুলোচনে) সখি! এই তাপ-শান্তির কোন উপায় আছে কি?

দাসী।—দিদিঠাকরুণ, যদি তিনি আসেন তবেই উপায় হয়।

(নায়ক ও বিদূষকের প্রবেশ)

নায়ক।—

যে চারু নেত্রের দৃষ্টি
—তপোবনে মুনির সম্মুখে,

আশ্রম-পাদপ-লগ্ন
মৃগচর্ম্মে বিহরয়ে সুখে,
সেই নেত্রে সুলোচনা দেখিল আমারে যবে
ফিরায়ে আনন,
তখনি আহত আমি ; পুন কেন পুষ্পধনু !
এ শর বর্ষণ ?

বিদু।—দেখ সখা ! এখন আর তোমার সেই ধৈর্য্য কোথায় ?

নায়ক।—না সখা, আমার ধৈর্য্য যায়নি, এখনও আমি সুধীর ; কেননা :—

শশাঙ্ক-ধবলা নিশা
আমি কিগো করিনি যাপন ?
নীলোৎপল-সউরভ
আমি কিগো করিনি গ্রহণ ?
সহ্য কি করিনি আমি মালতী-কুসুম-গন্ধী
প্রদোষের মৃদু সমীরণ ?
অথবা গো সরোবরে নলিনীর দল-মাঝে
শুনিনি কি ভ্রমর- গুঞ্জন ?
বিধুরগণের মাঝে অধীর বলিয়া মোরে
কেন তবে কর সম্বোধন ?

(চিন্তা করিয়া) না না, সখা আত্রেয় মিথ্যা বলেনি—হাঁ, আমি অধীরই হয়েচি বটে :—

হইয়া গো এবে আমি প্রিয়া-গত প্রাণ
সহিতে না পারিলাম অনঙ্গের বাণ
তোমারি সম্মুখে ; তবে, কেমনে গো হায়
বিধুরের মাঝে বলি ধীর আপনায় ॥

বিদু।—(স্বগত) ইনি যেরূপ অধীরতা প্রকাশ করচেন তাতে বোঝা যাচ্চে এঁর হৃদয়ে কি একটা বিষম আবেগ উপস্থিত। আচ্ছা এখন তবে আর কোন বিষয়ে যাতে এঁর মন যায়, তারই চেষ্টা করা যাক্। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা সখা, গুরুজনের শুশ্রূষা ছেড়ে তুমি লঘু-চিত্তের মত কেন এখানে এলে বল দিকি ?

নায়ক।—সখা ! একথা তুমি জিজ্ঞাসা করতে পার বটে ; আর তোমাকে ছাড়া আর কাকেই বা আমি বলি বল। দেখ, স্বপ্নে দেখ্‌লেম, যেন ঐ প্রিয়তমা (অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া) এই চন্দন-লতা-কুঞ্জে চন্দ্র-কান্ত-মণি-শিলাতলে মান-ভরে বসে আছেন, আর কাঁদতে কাঁদতে আমাকে যেন তিরস্কার করচেন ; তাই, এখন আমার ইচ্ছা হয়েছে, স্বপ্নে যেখানে প্রিয়তমার সমাগম অনুভব করেছিলেম, সেই রমণীয় চন্দন-লতা-কুঞ্জে এসে দিবসের শেষভাগ যাপন করি। চল তবে এখন সেইখানেই যাওয়া যাক্। (পরিক্রমণ)

দাসী।—(কান পাতিয়া শ্রবণ ও ভয়-ব্যস্ত হইয়া) দিদিঠাকরুণ ! কার যেন পদশব্দ শুন্‌চি।

নায়িকা।—(ভয়-ব্যস্ত হইয়া আপনাকে দর্শন করিতে করিতে) ওলো ! আমার এইরূপ আকার-প্রকার দেখে, কেউ কিছু মনে সন্দেহ করতে পারে। তা চল্, উঠে ঐ রক্তাশোক তরুর আড়াল থেকে দেখা যাক্ লোকটা কে। (তথা করণ)

বিদু।—এইতো চন্দন-লতা-গৃহ ; এসো তবে, প্রবেশ করা যাক্।

(উভয়ের প্রবেশ)

নায়ক।—

বিনা সেই চন্দ্রাননা চন্দ্রমণি-শিলা-যুতা
এ চন্দন-লতা-গৃহে
নাহি কোন সুখ।

যেমন গো রজনীর কিছুই লাগেনা ভাল
না হেরিলে প্রিয়তমা
চন্দ্রিকার মুখ ॥

দাসী।—(দেখিয়া) দিদি ঠাকরণ, একটা সুসংবাদ দি; আর কেউ নয়, তোমার সেই হৃদয়-বল্লভ!

নায়িকা।—(দেখিয়া হর্ষ ও সাধ্বস-সহকারে) ওলো! আমার বুক যেন কাঁপচে, আমি এখানে আর থাক্‌তে পারচিনে—হয়তো আমাকে উনি দেখ্‌চেন। আয় তবে আমরা অন্যত্র যাই। (উৎকণ্ঠা-সহকারে এক পদ গমন করিয়া) ওলো! আমার বুক কেমন ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করচে।

দাসী।—(হাসিয়া) অত কাতর হচ্চ কেন?—এখানে থাক্‌লে তোমাকে কে দেখ্‌তে পাবে?—না না, তোমার ঐ রক্তাশোক তরুটিকে তুমি ভুলে গেছ দেখ্‌চি, এসো দিদিঠাকরুণ আমরা ঐখানে গিয়ে বসি। (তথা করণ)

বিদু।—(নিরীক্ষণ করিয়া) দেখ সখা! এই সেই চন্দ্রমণি-শিলা।

নায়ক।—(সাশ্রুলোচনে নিঃশ্বাস ত্যাগ)

দাসী।—দিদিঠাকরুণ! কি একটা স্বপ্ন দেখার কথা হচ্চে—তা এসো আমরা মন দিয়ে শুনি।

উভয়ে।—(শ্রবণ)

বিদু।—(হস্তের দ্বারা ঠেলিয়া) সখা! আমি বল্‌চি কি, এই সেই চন্দ্রমণি-শিলা।

নায়ক।—(সাশ্রুলোচনে নিঃশ্বাস ফেলিয়া) তুমি ঠিকই লক্ষ্য করেছ। (হস্তের দ্বারা নির্দেশ করিয়া) এই সেই:—

চন্দ্রমণি-শিলা, যেথা
প্রিয়া মোর পাণ্ডুর-আননা,

বিলম্ব দেখিয়া মোর,
মান-ভরে হয়ে শিলাসনা,
বাম-গণ্ডে রাখি' নিজ
সুকোমল কিসলয়-কর
সঘনে নিঃশ্বাস ফেলি'
—বিস্ফুরিত ঈষৎ অধর—
প্রকাশিয়া মনোভাব
ফেলিলেন অশ্রু নিরন্তর॥

অতএব, এই চন্দ্রমণি-শিলাতলেই এসো আমরা বসি।

(উভয়ে উপবেশন)

নায়িকা।—(চিন্তা করিয়া) কাকে মনে করে' না জানি এসব কথা বল্‌চেন—কে সে?

দাসী।—দিদিঠাকরুণ! আমরা এখন আড়ালে আছি, এখান থেকে ওঁকে দেখা যাক্—আর এখানে থাক্‌লে তোমাকেও উনি দেখতে পাবেন না।

নায়িকা।—এ বেশ কথা। কোন প্রণয়-কুপিত প্রিয়জনের উদ্দেশে উনি কি বল্‌চেন?

দাসী।—দিদিঠাকরুণ! ওরূপ কোন আশঙ্কা কোরোনা—আচ্ছা, আবার শোনা যাক্।

বিদূ।—(স্বগত) এই কথাই দেখচি ওঁর ভাল লাগচে; আচ্ছা, এই রকম কথাই তবে কওয়া যাক্। (প্রকাশ্যে) তার পর, তাঁকে কাঁদ্‌তে দেখে তুমি তাঁকে কি বল্লে?

নায়ক।—সখা! আমি তাঁকে এই কথা বল্লেম:—

চন্দ্রকান্ত-শিলা এই অশ্রুতে সিঞ্চিত;
তব মুখ চন্দ্রোদয়ে হ'ল বিগলিত॥

নায়িকা।—(সরোষে) এর পর, আর কিছুকি শোন্‌বার আছে ? এসো আমরা এখান থেকে চলে গিয়ে আর কোথাও যাই।

দাসী।—(হস্ত ধারণ করিয়া) দিদিঠাকরুণ! ও কথা বোলো না। তোমাকেই উনি স্বপ্নে দেখেছেন; ওঁর দৃষ্টি আর কারও পরে পড়েনি।

নায়িকা।—না লো, আমার ওতে প্রত্যয় হচ্ছে না—আচ্ছা, কথার শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যাক্।

নায়ক।—দেখ সখা! এই শিলার উপর তার চিত্র এঁকে কোন প্রকারে আত্মবিনোদন করা যাক্। দেখ, এই গিরি-তট হতে কতকগুলি মনঃশিলা-ধাতুখণ্ড নিয়ে এসো দিকি।

বিদু।—আচ্ছা, বেশ। (পরিক্রমণ ও মনঃশিলা লইয়া নিকটে আগমন) দেখ সখা! তুমি আমাকে একটা রং আন্‌তে বলেছিলে, আমি দেখ পাঁচ রকম রং এনেছি—এই নেও, ছবি আঁকো। (মনঃশিলাদি অর্পণ)

ঐ বিম্বাধরের যে
অক্ষুণ্ণ পরিপূর্ণ শোভা,
নয়ন-আনন্দদায়ী
প্রিয়ার যে মুখ-চন্দ্র-প্রভা
—তারি এই রেখা মাত্র প্রথম দর্শনে
কি এক অপূর্ব্ব সুখ জনমে গো মনে॥

(চিত্রকরণ)

বিদু।—(কৌতুক-সহকারে নিরীক্ষণ করিয়া) তিনি চোখের সাম্‌নে নেই, অথচ তাঁর ছবি আঁকা হচ্চে—ওঃ কি আশ্চর্য্য!

নায়ক।— স্থাপিত সম্মুখে প্রিয়া কলপনা-পটে
—মনে হয়, ঠিক্ যেন আছেন নিকটে।

সেই মূর্ত্তি দেখি-দেখি', যদি লিখি চিত্র
তাহাতে বিস্ময় কিবা—কি তাহে বিচিত্র ?

নায়িকা।—(সাশ্রুলোচনে) চতুরিকে ! কথার শেষটা তো জানা গেল ; এখন, চল্ যাই মিত্রাবসুর সঙ্গে দেখা করিগে।

দাসী।—(সবিষাদে স্বগত) এঁর কথায় যেন একটা উদাসভাব দেখা যাচ্চে, মনে হচ্চে যেন ওঁর জীবনে আর মায়া নেই। (প্রকাশ্যে) দিদিঠাকরুণ ! মনোহরিকা তো সেইখানেই গেছে, প্রভু মিত্রাবসুও হয় তো এইখানেই আস্‌বেন।

মিত্রাবসুর প্রবেশ।

মিত্রা।—পিতা এইরূপ আমাকে আজ্ঞা করেছিলেন যে "দেখ বৎস মিত্রাবসু ! জীমূতবাহন আমাদের নিকটে থাকায়, আমরা তাকে ভাল করে পরীক্ষা করেছি ; তার চেয়ে যোগ্য বর আর কোথায় পাওয়া যাবে ; অতএব তাকেই বৎসা মলয়বতীকে সম্প্রদান কর।" আমিও এখন স্নেহ-পরবশ হয়ে কি এক অভূতপূর্ব্ব অবস্থান্তর অনুভব করচি। তাছাড়া :—

যিনি বিদ্যাধর-কুলে তিলকের সম ;
প্রাজ্ঞ, সাধুজন-প্রিয়, রূপে অতুলন ;
বিনীত, বিদ্বান যুবা, মহা-পরাক্রম ;
প্রাণী-রক্ষা-তরে যিনি নিজ প্রাণ ত্যজিবারে
সমুদ্যত করুণার বশে ;
তাঁরে করিতে গো-দান ভগিনীরে, হইযাছি
অভিভূত বিষাদ হরষে॥

আর এ কথাও শুনেছি যে, জীমূতবাহন গৌরী-আশ্রম-সংলগ্ন চন্দন-

লতাগৃহে এখন রয়েছেন। এই তো চন্দন-লতাগৃহ। এইবার তবে প্রবেশ করা যাক্। (প্রবেশ)

বিদূ।—(সভয়ে অবলোকন করিয়া) দেখ সখা! এই কদলীপত্র দিয়ে এই চিত্রিত কন্যাটিকে ঢেকে রাখো; সেই সিদ্ধ-যুবরাজ মিত্রাবসু এইখানে এসেছেন; কি জানি, যদি দেখে ফেলেন।

নায়ক।—(কদলীপত্রে চিত্র আচ্ছাদন)

মিত্রা।—(প্রবেশ করিয়া) কুমার! আমি মিত্রাবসু, প্রণাম করি।

নায়ক।—(দেখিয়া) মিত্রাবসু?—এসো এসো; এইখানে এসো।

দাসী।—দিদিঠাকরুণ! আমাদের প্রভু মিত্রাবসু এসেছেন।

নায়িকা।—ওলো! আমার কি সৌভাগ্য!

নায়ক।—মিত্রাবসু! সিদ্ধরাজ বিশ্বাবসু ভাল আছেন?

মিত্রা।—ভাল আছেন বৈকি, তাঁর বক্তব্য কথা নিয়ে আমি আপনার নিকট এসেছি।

নায়ক।—তিনি কি কি বলে' পাঠিয়েছেন?

নায়িকা।—শোনা যাক্ কি বলেন। পিতা কি তাঁর কুশল-সংবাদ বলে' পাঠিয়েছেন?

মিত্রা।—(সাশ্রুলোচনে) তিনি এই কথা তাঁর হয়ে আমাকে বল্‌তে বলেছেন:—"দেখ বৎস! মলয়বতী নামে আমার একটি কন্যা আছে, সে এই সিদ্ধরাজ-বংশের জীবন-স্বরূপ; তাকেই আমি তোমার হস্তে সমর্পণ করচি, গ্রহণ কর।"

দাসী।—(হাসিয়া) দিদিঠাকরুণ! এখন যে বড় রাগ কচ্চ না?

নায়িকা।—(সস্মিত ও সলজ্জভাবে অধোমুখী হইয়া অবস্থান) ওলো! হাসিস্‌নে; তুই কি ভুলে গিয়েছিস্, ওঁর হৃদয় এখন অন্য জনে আসক্ত?

নায়ক।—(চুপি চুপি) সখা! বড় যে সঙ্কটে পড়া গেল।

বিদু।—(চুপি চুপি) এই কন্যা ছাড়া তোমার আর কোথাও মন নেই আমি জানি ; এখন তবে যা-তা বলে' ওঁকে বিদায় করে' দাও।

নায়িকা।—(সরোষে স্বগত) হতভাগ্য! কেই বা এ কথা না জানে।

নায়ক।—এরূপ শ্লাঘ্য সম্বন্ধ আপনাদের সহিত বন্ধন করতে কার না ইচ্ছা হয়? কিন্তু, যে চিত্ত এক দিকে গেছে, তাকে অন্যদিকে কি করে' আবার নিয়ে যাই বলুন?—তাতো আমি পারচি নে ; তাই, আমি তাঁকে গ্রহণ করতে সাহসী হচ্চি নে।

নায়িকা।—(মূর্চ্ছিত)

দাসী।—দিদিঠাকরুণ, ওঠো, ওঠো।

বিদু।—দেখুন, ইনি পরাধীন ; এঁর কাছে প্রার্থনা করে' কি হবে? এঁর গুরুজনের নিকটে গিয়ে প্রার্থনা করুন।

মিত্রা।—(স্বগত) বেশ কথা বলেছে। ইনি গুরুজনের কথা লঙ্ঘন করেন না ; তা, এঁর পিতাও এই গৌরী আশ্রমে বাস করেন ; সেইখানে গিয়ে এঁর পিতাকে অনুরোধ করি যে তিনি যেন এই কন্যার পাণিগ্রহণ কবতে এঁকে অনুমতি করেন।

নায়িকা।—(সংজ্ঞালাভ)

মিত্রা।—আমাদের ন্যায় প্রার্থনাকারীদের কিরূপে পরিহার করতে হয় কুমার তা বিলক্ষণ জানেন দেখ্‌ছি।

নায়িকা।—(সরোষে হাসিয়া) কি?—এরূপ প্রত্যাখ্যানেও লঘুচিত্ত মিত্রাবসু আবার কথা কচ্চে?

মিত্রাবসুর প্রস্থান।

নায়িকা ;—(আপনাকে দেখিতে দেখিতে স্বগত) এই দৌর্ভাগ্য-মলিন দুঃখময় শরীর ধারণ করে' আর কি হবে? তা, এইখানেই অশোকতরুতে "মালতী-লতা-পাশে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করি।

হাঁ, সেই ভাল। (অপ্রতিভভাবে ঈষৎ হাসিয়া) ওলো! দ্যাখ্ দিকি মিত্রাবসু গেছে কি না, তাহলে আমিও এখান থেকে যাই।

দাসী।—(কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া স্বগত) ওঁর মনের ভাব অন্য রকম দেখচি; না, আমি আর যাব না। এইখানে লুকিয়ে থেকে দেখি উনি কি করেন।

নায়িকা।—(চারিদিক অবলোকন করিয়া লতা-পাশ লইয়া সাশ্রু-লোচনে) ভগবতি গৌরি! তুমি এখানে তো কিছুই করলে না; তা, জন্মান্তরে যাতে আমাকে এরূপ দুঃখভোগ করতে না হয়, আমার পরে সেই অনুগ্রহ কোরো। (কণ্ঠে পাশ অর্পণ)

দাসী।—(দেখিয়া ভয়-ব্যস্ত হইয়া নিকটে আগমন) মহাশয়! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, আমার দিদিঠাকরুণ আত্মহত্যা করচেন।

নায়ক।—(ত্রস্তব্যস্ত ভাবে নিকটে আসিয়া) কোথায় তিনি?—কোথায় তিনি?

দাসী।—এই অশোক-তরুর তলায়।

নায়ক।—(সহর্ষে অবলোকন করিয়া) ইনিই তো সেই আমার মানস-প্রতিমা। (নায়িকার হাত ধরিয়া লতাপাশ দূরে নিঃক্ষেপ)

কোরো না, কোরো না বালা
এ দুঃসাহস—নহেক উচিত;
কিসলয়-কর তব
লতা হতে কর অপনীত!
যে হস্ত অসমর্থ
—এমন কি—কুসুম-চয়নে
—উদ্বন্ধন-তরে তাহা
লতা-পাশ রচিবে কেমনে॥

নায়িকা।—(সাধ্বস-সহকারে) উলো! এ আবার কে? আমার হাত

ছাড়ো, হাত ছাড়ো ; তুমি আমাকে নিবারণ করবার কে ? মরণেও কি তুমি প্রার্থনীয় ?

নায়ক।—

হার-লতা-যোগ্য কণ্ঠে যে হস্তে করেছ তুমি
পাশ অরপণ
সেই অপরাধী হস্ত হইয়াছে ধৃত, কেন
করিব মোচন ?

বিদু।—ওগো ! এঁর আত্মহত্যা করবার কারণটা কি ?

দাসী।—তোমার প্রিয়সখাই এর কারণ।

নায়ক।—কি ? আমিই এঁর কারণ ?—আমি তো কিছুই জানিনে।

বিদু।—ও গো ! সে কিরূপ বল দিকি।

দাসী।—তোমার প্রিয়সখা তাঁর কোন প্রেয়সীকে ঐ শিলাতলে চিত্র করেন, আর সেই চিত্রিত কন্যার পরে তাঁর এত দুর টান দেখা গেল যে যখন মিত্রাবসু এঁর পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করলেন, তখন উনি তাতে সম্মত হলেন না। তাই; হতাশ হয়েই উনি এইরূপ আত্ম-হত্যার চেষ্টা করছিলেন।

নায়ক।—(সহর্ষে স্বগত) কি ?—ইনিই সেই বিশ্বাবসুর দুহিতা মলয়-বতী ? তাই সম্ভব, কেননা রত্নাকর ছাড়া চন্দ্রলেখার আর কোথায় উৎপত্তি হতে পারে ? হা ! আমি কি না শেষে এঁ-হতে বঞ্চিত হলেম ?

বিদু।—ওগো ! তা যদি হয় তাহলে আমার প্রিয়সখা অনপরাধী ; আমার কথায় যদি প্রত্যয় না হয়, তুমি নিজে বরং শিলাতলে গিয়ে একবার দেখে এসো।

নায়িকা।—(সহর্ষে, সলজ্জভাবে নায়ককে দেখিতে দেখিতে নায়ক কর্তৃক হস্ত আকর্ষণ)

নায়ক।—(সস্মিত) শিলাতলে-চিত্রিত আমার প্রেয়সীকে যতক্ষণ না তুমি দেখ্‌বে ততক্ষণ আমি তোমার হাত ছাড়ব না। (সকলের পরিক্রমণ)

বিদূ।—(কদলীপত্র সরাইয়া) ওগো! দেখ দেখ, এই এঁর প্রেয়সী।

নায়িকা।—(নিরীক্ষণ করিয়া সস্মিতভাবে চুপি-চুপি) চতুরিকা, এ যে আমাকেই চিত্র করেছেন।

দাসী।—(চিত্রাকৃতি নিরীক্ষণ করিয়া) দিদিঠাকরুণ! কি বল্লে, তোমারই চিত্র?—শুধু তা নয়, এমন সৌসাদৃশ্য যে, দেখ্‌লে বোঝা যায় না যে তোমার প্রতিবিম্ব শিলাতলে পড়েছে, না তোমাকে কেউ চিত্র করেছে।

নায়িকা।—(হাসিয়া) আমাকে চিত্রেতে দেখিয়ে উনি যে আমাকে দুশ্চরিত্র স্ত্রীলোকদের সামিল করে' তুলেচেন।

বিদূ।—এখন আপনার গান্ধর্ব্ববিবাহ হয়ে গেল। এখন তবে এঁর হাত ছাড়ুন। কে এক জন স্ত্রীলোক তাড়াতাড়ি এই দিকে আস্‌চে।

নায়ক।—(হস্ত মোচন)

দাসীর প্রবেশ।

দাসী।—(সহর্ষে) দিদিঠাকরুণ, একটা সু-সংবাদ বলি, প্রভু জীমূতবাহনের পিতা এই বিবাহে মত দিয়েছেন।

বিদূ।—(নৃত্য করিতে করিতে) হি হি হি হি! ওগো! তবে তো এখন প্রিয়সখার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল। না না, দেবী মলয়বতীরও নয়, এ দুজনের কারই নয়—(ভোজন অভিনয় করিয়া) এ কেবল এই ব্রাহ্মণেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল।

দাসী।—(নায়িকার প্রতি) যুবরাজ মিত্রাবসু আমাকে এইরূপ আজ্ঞা

করলেন যে,"আজই মলয়বতীর বিবাহ হবে, অতএব শীঘ্র গিয়ে তাকে নিয়ে এসো"। তা, চল এখন যাওয়া যাক্।

বিদূ।—ঐ দাসী-বেটী তো ওকে নিয়ে চলে গেল ; এখন সখার কি এই খানেই থাকা হবে ?

দাসী।—বলি অত ব্যস্ত হোয়োনা, তোমাদেরও স্নানের সামগ্রী এল বলে'।

নায়িকা।—(সানুরাগে সলজ্জভাবে নায়িকাকে দেখিতে দেখিতে পরিজনের সহিত প্রস্থান)

লভিল মলয়-গিরি মেরুর সমান দ্যুতি
আবীরে আবীরে ;
সিন্দূর হইয়া ধূলি প্রাতঃকাল সন্ধ্যা-শোভা
ধরিল অচিরে।
রত্নমণি নূপুরের রুনু-রুনু ধ্বনি-সহ
উচ্চৈঃস্বরে গাহে গান
যতেক অঙ্গনা ;
তব বাঞ্ছা সিদ্ধ করি'—সিদ্ধ-লোক ওই দেখ
বিবাহের স্নান-বেলা
করিছে ঘোষণা ॥

বিদূ।—(শুনিয়া) দেখ সখা। একটা সুখবর দি ; স্নানের সামগ্রী সব এসেছে।

নায়ক।—(সহর্ষে) তা যদি হয়, তাহলে এখানে থেকে আর কি হবে ? চল, পিতাকে প্রণাম করে' স্নান-ভূমিতেই যাওয়া যাক্।

(সকলের প্রস্থান)

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

মত্ত বিচিত্র বিহ্বল-বেশে চষক হস্তে দাসের সহিত বিটের প্রবেশ।

বিট।— নিত্য যেগো পিয়ে সুরা, আর প্রিয়জন-সহ
করয়ে সঙ্গম
সেই দেব বলদেব আর সেই কামদেব
ইঁহারা দুজন॥
(ঘুরিয়া) বক্ষে যার প্রিয়তমা মুখে বিরাজিত যার
পদ্ম-গন্ধী সুরা;
নিত্য সঙ্গী দাসী যার, শিরোদেশে ধরে যেগো
মাল্য-পুষ্প-চূড়া,

আমি সেই "শেখরক"— আমার জীবন সফল হোক্! (পদস্খলন) আরে! কে আমাকে ঠ্যালে? নিশ্চয় নবমালিকা আমার সঙ্গে পরিহাস করচে।

দাস।—কর্ত্তা! সে তো এখনও এখানে আস্‌চে না।

বিট।—(সরোষে) প্রথম প্রহরেই তো মলয়বতীর বিবাহ-কার্য্য শেষ হয়ে গেছে। এখন প্রভাত হল, তবু কেন সে আস্‌চে না? অথবা বিবাহ-মহোৎসবে, আপনার প্রণয়িনি-জনকে নিয়ে সিদ্ধ-বিদ্যাধরেরা কুসুমাকর-উদ্যানে হয়তো সুরা-সুখ সম্ভোগ করচে; আমার বোধ হয়, সেই খানেই নবমালিকা আমার জন্য প্রতীক্ষা করচে। সেই খানেই তবে যাই, নবমালিকা-বিনী শেখরকই বা কিরূপ?

(পদস্খলন-সহকারে প্রস্থান)

দাস —এই দিক দিয়ে কর্ত্তা এই দিক্ দিয়ে। এই কুসুমাকর-উদ্যান। ভিতরে চলুন কর্ত্তা।

(উভয়ের প্রবেশ)

বস্ত্র-যুগল স্কন্ধে লইয়া বিদূষকের প্রবেশ।

বিদু।—প্রিয়সখার মনোবাঞ্ছা তো পূর্ণ হল। আর শুনলেম নাকি প্রিয়সখাও আজ কুসুমাকর-উদ্যানে যাবেন। তবে আমিও সেই খানে যাই। (পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই তো কুসুমাকর-উদ্যান—প্রবেশ করা যাক্।

আরে দুষ্ট মধুকরেরা, তোরা আবার আমাকে কেন আক্রমণ করিস? ও, বুঝেছি। আমি জামাতার বয়স্য বলে', মলয়বতীর আত্মীয়েরা আদর করে' আমাকে রং দিয়ে চিত্রিত করেছে; আর, "সন্তান"ও "শেখর"-পুষ্প আমার মাথায় বেঁধে দিয়েছে; তাই মধুকরেরা ঝাঁকে ঝাঁকে আমার কাছে আসচে। এই অতি-আদরই যত অনর্থের মূল। এখানে এখন করি কি? অথবা এই যে এক জোড়া রক্তবস্ত্র মলয়বতীর কাছ থেকে পেয়েছি এতে স্ত্রীবেশ করে', আর উত্তরীয়ের ঘোমটা পরে' এখন যাওয়া যাক। দেখা যাক্ মধুকর ব্যাটারা কি করে!

বিট।—(নিরীক্ষণ করিয়া সহর্ষে) ওরে দাস! (অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া হাসিয়া) ঐ দ্যাখ্, নবমালিকা এসেছে। আমার আসতে দেরি হয়েচে বলে', আমাকে দেখে মান করে' ঘোমটা দিয়ে অন্য দিকে কোথায় চলেচে দেখনা। তা ওর গলা জড়িয়ে ধরে' একবার সাধি। (সহসা নিকটে গিয়া কণ্ঠ ধরিয়া মুখে তাম্বূল দিতে উদ্যত)

বিদু।—(মদ্য-গন্ধের সূচনায় নিজ নাসিকা টিপিয়া ধরিয়া মুখ ফিরাইয়া অবস্থান) কি আপদ! সেই মধুকরদের হাত এড়িয়ে আবার এই দুষ্ট মধুকরদের মুখে এসে পড়লেম যে!

বিট।—কি?—মান করে' মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল? (প্রণাম করত বিদূষকের চরণে মাথা রাখিয়া) প্রসন্ন হও নবমালিকে প্রসন্ন হও!

দাসীর প্রবেশ।

দাসী।—দিদি ঠাকরুণ আমাকে এই আজ্ঞা করলেন:—"দেখ নবমালিকে, কুসুমাকর-উদ্যানে গিয়ে মালিনী "পল্লবিকা"কে বল, যেন সে আজ তমাল-বীথিকাটি বিশেষ করে' সজ্জিত করে' রাখে। মলয়বতীর সহিত জামাতার সেখানে যাবার কথা আছে"। আমিও পল্লবিকাকে সেই আজ্ঞা শুনিয়ে দিলেম। এখন তবে প্রিয়সখা শেখরককে অন্বেষণ করি—সে নিশ্চয় রাত্রে আমার বিরহে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। (দেখিয়া) এই যে শেখরক। এ কি! একজন অপর স্ত্রীলোককে সাধচে দেখচি। আচ্ছা তবে এইখানে দাঁড়িয়ে দেখা যাক স্ত্রীলোকটি কে।

বিদু।—আরে বেটা মাতাল ছোঁড়া! এখানে নবমালিকা কোথায়?

দাসী।—(নিরীক্ষণ করিয়া সস্মিত) শেখরক মদের ঘোরে আমাকে মনে করে' অত্রেয় ঠাকুরকে সাধাসাধি করচে দেখ্‌চি। আচ্ছা, আমি মিথ্যে রাগ দেখিয়ে দুজনের সঙ্গেই তবে একটু মজা করি।

দাস।—(দাসীকে দেখিয়া শেখরককে ঠেলিতে ঠেলিতে) ও কর্ত্তা! ওকে ছেড়ে দেও। ও নবমালিকা নয়। দেখুন একজন স্ত্রীলোক চক্ষু রক্তবর্ণ করে' এখানে এসে উপস্থিত।

দাসী।—(নিকটে গিয়া) শেখরক! কাকে তুমি সাধাসাধি করচ?

বিদূ।—(অবগুণ্ঠন নামাইয়া) ওগো! আমি একজন হতভাগ্য ব্রাহ্মণ।

বিট।—(বিদূষককে নিরীক্ষণ করিয়া) আরে কপিল মর্কট! তুই

শেখরককে প্রতারণা করচিস ? ওরে দাস ! একে ধরে রাখ্। আমি ততক্ষণ নবমালিকাকে প্রসন্ন করি।

দাস।—যে আজ্ঞে কর্ত্তা।

বিট।—(বিদূষককে ছাড়িয়া দাসীর পদতলে পতন) প্রসন্ন হও নবমালিকে, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

বিদূ।—(স্বগত) এই ফাঁকতালে আমি পালাই। (পলায়নে উদ্যত)

দাস।—(যজ্ঞোপবীত ধরিয়া বিদূষককে ধারণ—যজ্ঞোপবীত ছিঁড়িয়া যাওন) আরে ! কপিল মর্কট তুই কোথায় পালাস্ ? (গলায় চাদর বাঁধিয়া আকর্ষণ)

বিদূ।—ওগো নবমালিকে ! অনুগ্রহ করে' আমাকে ছাড়িয়ে দেও।

দাসী।—(উচ্চৈস্বরে হাসিয়া) যদি ভূমিষ্ঠ হয়ে আমার পায়ে মাথা নোয়াও, তাহলে ছাড়িয়ে দি।

বিদূ।—(সরোষে কাঁপিতে কাঁপিতে) কি আশ্চর্য্য গন্ধর্ব্ব-রাজের মিত্র আমি ব্রাহ্মণ—আমি কি না দাসীবেটীর পায়ে পড়ব ?

দাসী।—(অঙ্গুলী নির্দ্দেশে শাসাইয়া সস্মিত) হাঁ, আমি পায়ে পড়িয়ে তবে ছাড়ব। শেখরক ! ওঠো (কণ্ঠ ধারণ) তোমার উপরে আমার আর রাগ নেই। দেখ তুমি জামায়ের প্রিয়সখাকে নাকাল করেছ এ কথা শুন্লে প্রভু মিত্রাবসু রাগ করতে পারেন। তাই বল্চি এঁকে একটু আদর সম্মান কর

বিট।—নব মালিকার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। (বিদূষকের গলা জড়াইয়া ধরিয়া) ঠাকুর ! তোমাকে সম্বন্ধী ঠাউরে আমি সত্যই কি তোমার সঙ্গে পরিহাস করেছি ?—কি পরিহাস করেছি বল দিকি ?—এইখানে বোসো সম্বন্ধী।

বিদূ।—(স্বগত) ভাগ্যি এখন এর নেশাটা ছুটে গেছে। (উপবেশন)

বিট।—নবমালিকে! এঁর পাশে তুমিও বোসো, এসো আমরা দুজনে মিলে এঁর আদর সম্মান করি।

বিট।—(চষক আনিয়া) ওরে দাস! এই পাত্রটী ভরপুর করে' সুরা ঢাল্ দিকি।

দাস।—(তথা করণ)

বিট।—(নিজ মাল্য-শিরোভূষণ হইতে কতকগুলি পুষ্প লইয়া চষকে অর্পণ ও নবমালিকার নিকটে জানু পাতিয়া উপবেশন) নবমালিকে! এটি তুমি আস্বাদ করে ওঁকে দেও।

দাসী।—(সস্মিত) অচ্ছা শেখরক। (তথা করিয়া বিটকে অর্পণ)

বিট।—(বিদূষককে চষক অর্পণ) দেখ এই চষকের সুরা নব মালিকার মুখ-সংসর্গে বিশেষরূপে সুবাসিত হয়েছে—দেখ, শেখরক ছাড়া ইতিপূর্ব্বে আর কেহই এরূপ সুরা আস্বাদ করে নি। অতএব পান কর। এর পর তোমার আর কি সম্মান করব বল?

বিদু।—(অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া) দেখ শেখরক, আমি ব্রাহ্মণ।

বিট।—যদি তুমি ব্রাহ্মণ হও, তা হলে তোমার পৈতে কোথায়?

বিদু।—ঐ দাস পৈতেটা টেনে ছিঁড়ে দিয়েচে।

দাসী।—(উচ্চে হাসিয়া) তাই যেন হল, আচ্ছা দুচারটে বেদ-মন্ত্র বল দিকি।

বিদু।—এই সুরা গন্ধে বেদ-মন্ত্র কি তিষ্ঠতে পারে?—না না তোমার সঙ্গে বিবাদ করে' আর কি হবে—এই ব্রাহ্মণ তোমার পায়ে পড়চে। (পায়ে পড়িতে উদ্যত)

দাসী।—(হস্তের দ্বারা নিবারণ করিয়া) না না ঠাকুর ওকাজ কোরো না। শেখরক! সরে যাও সরে যাও, ইনি সত্যিই ব্রাহ্মণ (বিদূষকের পদতলে পতন) ঠাকুর! রাগ কোরো না; সম্বন্ধী বোলেই ঐরূপ পরিহাস করেছিলেম।

বিট।—আমিও ওঁকে একটু প্রসন্ন করি। (পায়ে পড়িয়া) ঠাকুর মাপ কর। দেখ, আমি মদের ঝোঁকে অপরাধ করেছি। এখন আমি নবমালিকার সঙ্গে মদের আড্ডায় চল্লেম।

বিদু।—আচ্ছা আমি মাপ করলেম। তোমরা দুজনে যাও। আমিও প্রিয়সখার সহিত সাক্ষাৎ করিগে।

(দাসীর সহিত বিট ও দাসের প্রস্থান)

বিদু।—ব্রাহ্মণের অকাল-মৃত্যুর ফাঁড়াটা তো এক রকম কেটে গেল। কিন্তু আমি মাতাল ছোঁড়াটার সংসর্গ ও স্পর্শ-দোষে দূষিত—আমি এখন তবে এই দিঘিতে স্নান করে শুদ্ধ হই। এই যে, হরি-রুক্মিণীর মত আমার প্রিয়সখাও দেখছি মলয়বতীর হাত ধরে' এইদিকে আসচেন। তবে এখন ওঁর কাছেই যাই।

বেশ-ভূষায় সুসজ্জিতা মলয়বতীকে লইয়া পরি-
জন-সহ নায়কের প্রবেশ।

নায়ক।—(মলয়বতীকে অবলোকন করিতে করিতে সহর্ষে)

তাকাইলে মুখ-পানে
অধোদিকে করে দৃষ্টিপাত;
সম্ভাষণ করিলেও
নাহি কথা কহে মোর সাথ;
সখী-পরিবৃত হয়ে
শয্যা-পরে থাকে জড়সড়;
বলে আলিঙ্গিলে তারে
কম্পমান হয় থর-থর;
সখিরা বাহিরে গেলে, বাস-গৃহ হতে সেও
বাহিরিতে হয় সমুদ্যত;

নবোঢ়া প্রিয়ার এই প্রতিকূল আচরণে
প্রীতি যেন আরো বাড়ে কত ॥

(মলয়বতীকে দেখিতে দেখিতে) প্রিয়ে মলয়বতি !

উত্তরে হুঁ দিয়া যাই,
মৌনভাবে করি অবস্থান ;
দাব-দগ্ধ তনু এই
চন্দ্রাতপে যেন করে স্নান ;
দিবস যামিনী আমি
যার ধ্যানে থাকি অবিরাম
সেই মুখ হেরি এবে
—তপ-ফল যেন মূর্ত্তিমান ॥

নায়িকা।—(চুপি চুপি) দেখ চতুরিকে ! শুধু যে ভাল দেখ্‌তে তা নয়, আবার বেশ প্রিয় কথাও বল্‌তে জানেন।

দাসী।—(হাসিয়া) দিদিঠাকরুণ, উনি সত্য কথাই বল্‌চেন—এতে প্রিয় কথা কি দেখতে পেলে ?

নায়ক।—চতুরিকে ! কুসুমাকর-উদ্যানের পথ দেখিয়ে আমাদের নিয়ে চল।

দাসী।—আসুন, এই দিক দিয়ে আসুন।

নায়ক।—(পরিক্রমণ করিয়া নায়িকার প্রতি) প্রিয়ে ! নিজ ইচ্ছামত ধীরে-সুস্থে চল।

স্তন-ভারে তনু-মধ্য একেতো কাতর,
তাহে পুন হার ন্যস্ত তাহার উপর।
নিতম্বের ভারে উরু শ্রান্ত অবিরাম,
তাহে পুন তদুপরি রহে কাঞ্চিদাম।

না সহে উরুর ভার যে চারু চরণে
তাহাতে নূপুর পুন সহিবে কেমনে ?
দেহের অঙ্গই তব ভূষণ বিশেষ
অলঙ্কার বহি' কেন মিছে পাও ক্লেশ ?

দাসী।—এই সেই কুসুমাকর-উদ্যান—প্রবেশ করুন।

(সকলের প্রবেশ।)

নায়ক।—(অবলোকন করিয়া) আহা! এই কুসুমাকর-উদ্যানের কি চমৎকার শোভা!

চন্দন তরুর রস লতা-গৃহ-কুট্টিমেরে
করে সুশীতল ;
ধারা-যন্ত্র-গৃহোত্থিত তার-ধ্বনি-সহ নাচে
ময়ূর সকল ;
যন্ত্র হতে ছুটি জল হেলায় পড়িয়া পুষ্পে
—পুষ্প-রজে হইয়া রঞ্জিত—
তরুদের আলবাল পূরণ করিয়া, বেগে
হয় নিপতিত ॥

আরও দেখ :—

এই সব মধুকর গীত-রবে লতা-গৃহ
করি' মুখরিত
কুসুম-পরাগ মাখি' পট্টবাসে আহা যেন
হইয়া ভূষিত
পর্য্যাপ্ত পিইয়া মধু
মধুকরী সহচরী-সনে
পানের উৎসবে মাতে
চারি দিকে আনন্দিত মনে ॥

বিদু।—(নিকটে গিয়া) জয় হোক্! জয় হোক্! কল্যাণ হোক্!

নায়ক।—সখা! অনেকক্ষণ পরে তোমাকে আবার দেখ্‌তে পেলেম।

বিদু।—দেখ সখা! আমি খুব তাড়াতাড়ি করে' এসেছি। বিবাহমহোৎসব উপলক্ষে সিদ্ধ বিদ্যাধরেরা মিলে সুরাপান করচে, তাই দেখ্‌বার জন্য কৌতুহলের বশে এতক্ষণ আমি বেড়িয়ে' বেড়াচ্ছিলেম; সখা! এসো, তুমিও একবার দেখ।

নায়ক।—তাই তো (চারিদিক অবলোকন করিয়া) সখা! দেখ, দেখঃ—

এই বিদ্যাধর সবে সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দন
করিয়া লেপন,
দেবদারু-পত্র-মালা নিজ নিজ কণ্ঠদেশে
করিয়া ধারণ,
মাণিক্য-ভূষণ-দীপ্ত অতি স্বচ্ছ সূক্ষ্মবাস
করি' পরিধান
সিদ্ধাঙ্গনা-সহ মিলি' প্রিয়া-পীত মধুরস
করিতেছে পান॥

আচ্ছা এসো আমরাও ঐ তমাল-বীথির দিকে যাই। (পরিভ্রমণ)

বিদু।—এইতো তমাল-বীথি। ইনি চলে চলে শ্রান্ত হয়েচেন দেখচি। তা এসো আমরা স্ফটীকমণি-শিলাতলে বসে একটু বিশ্রাম করি।

নায়ক।—সখা! তুমি ঠিক্‌ই লক্ষ্য করেছ ঃ—

(নায়িকার হস্ত ধরিয়া) প্রিয়ে! এসো এইখান আমরা বসি।

নায়িকা।—আচ্ছা নাথ। (সকলের উপবেশন)

নায়ক।—(নায়িকার মুখ তুলিয়া ধরিয়া দেখিতে দেখিতে) প্রিয়ে! কুসুমাকর-উদ্যান দর্শনের কৌতুহলে অনর্থক তোমাকে আমরা কষ্ট দিলেম। কেন না ঃ-

যে মুখেতে শোভে তব হেন চারু ভুরু-লতা,
এ অধর পল্লব পাটল।
—নন্দন কানন সেই; আর যাহা কিছু দেখি
বন-মাত্র সে সব কেবল॥

দাসী।—(ঈষৎ হাসিয়া বিদূষকের প্রতি) উনি দিদিঠাকরণের বর্ণনা কেমন করলেন শুন্‌লে তো?—এখন একবার আমি তোমার বর্ণিমেটা করি।

বিদূ।—(সহর্ষে) ও গো! তোমার কথা শুনে আমি বাঁচলেম। তা, আমার প্রতি তুমি একটু অনুগ্রহ কর দিকি। এই বিট্‌-ছোঁড়া আবার না আমাকে বলতে পারে "তুমি হেন, তুমি তেন, তুমি কপিল মর্কট ইত্যাদি"

দাসী।—বাসর জাগাবার সময়, আমি তোমাকে দেখেছিলুম—ঘুমের ঘোরে তোমার চোখ বুজে গেছে—তাতে তোমাকে এমন সুন্দর দেখাচ্ছিল—সেই রকম করে' আর-একবার থাকো দিকি—আমি তোমার বর্ণিমেটা করি।

বিদূ।—(তথা করণ)

দাসী।—(স্বগত) যতক্ষণ ও চোখ্‌ বুজে থাকবে, ততক্ষণ আমি তমাল পাতার নীল-রসে ওর মুখটা কালো করে দি। (উঠিয়া তমাল-পল্লব নিষ্পীড়ন করিয়া বিদূষকের মুখ কালো করিয়া দেওন)

(নায়ক ও নায়িকা বিদূষককে দেখিয়া)

নায়ক।—সখা! তুমিই ধন্য; আমরা থাকতে কিনা তোমাকেই বর্ণনা করচে।

নায়িকা।—(নায়কের মুখ দেখিয়া ঈষৎ হাস্য)

নায়ক।—(নায়িকার মুখ দেখিয়া)

অধর-পল্লবে তব
কুসুম উদ্‌গম—মৃদুহাস ;
অন্যত্র—এনেত্রে মোর
দরশনে ফলের বিকাশ ॥

বিদু।—ওগো! তুমি কি করলে ?

দাসী।—কেন, তোমাকে বর্ণ দিয়ে বর্ণনা করলেম।

বিদু।—(হস্তের দ্বারা মুখ মার্জ্জন করিয়া লাঠি উচাইয়া) আরে বেটি দাসি! জানিস্—এ রাজ-বাটী—এই দেখ্, তোর আমি কি করি। (নায়ককে নিরীক্ষণ করিয়া) তোমাদের সাম্‌নে কিনা আমাকে এইরূপ নাকাল করলে ? এখানে আর থাকৃচি নে—আমি চল্লেম।

(প্রস্থান)

দাসী।—আমার "আত্রেয়" ঠাকুর রাগ করেচেন ; আমি যাই—একটু সান্ত্বনা করিগে।

নায়িকা।—ওলো চতুরিকে! আমাকে একলা ফেলে কোথায় যাচ্চিস্ ?

দাসী।—(ঈষৎ হাসিয়া নায়কের প্রতি) এই রকম একলা যেন উনি চিরকাল থাকেন!

(প্রস্থান)

নায়ক।—(নায়িকার মুখ দেখিতে দেখিতে)

যদি এই মুখ তব ধরিল রক্তিম দ্যুতি
লাগি তাহে তপনের কর ;
বিস্তারি' দশন-ছটা তাঁহে ব্যক্ত হল যদি
প্রস্ফুটিত কমল-কেশর ;

—সব্‌ই পদ্ম সম যদি, কেন তবে নাহি দেখি
মধুপানে রত মধুকর ?

নায়িকা।—(হাসিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া অবস্থান)

নায়ক —(পুনর্ব্বার "যদি এই মুখ তব" ইত্যাদি)

তাড়াতাড়ি দাসীর প্রবেশ।

দাসী।—(নিকটে গিয়া) আর্য্য মিত্রাবসু এসেছেন—কোন কার্য্য উপলক্ষে কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করতে চান।

নায়ক।—প্রিয়ে ! এখন তোমার নিজ গৃহে যাও, আমি মিত্রাবসুর সহিত সাক্ষাৎ করে' এখনি আস্‌চি।

নায়িকা।—(দাসীর সহিত প্রস্থান)

মিত্রাবসুর প্রবেশ।

মিত্রা।—(স্বগত)

জীমূতবাহনের সে শত্রুজনে না পারিনু
করিতে বিনাশ,
রিপু সে হরিল রাজ্য —কেমনে নির্লজ্জ হয়ে
করিব প্রকাশ ?

এ কথাটা না জানিয়ে যাওয়াটাও উচিত নয়—জানিয়েই যাই। (প্রকাশ্যে) কুমার !—আমি মিত্রাবসু, প্রণাম করি।

নায়ক।—(মিত্রাবসুকে দেখিয়া) মিত্রাবসু ! এই খানে বোসো।

মিত্রা।—(নিরীক্ষণ করিয়া উপবেশন)

নায়ক।—(নিরীক্ষণ করিয়া) মিত্রাবসু ! তোমার এরূপ ক্রুদ্ধভাব দেখচি যে ?

মিত্রা।—হতভাগা মতঙ্গকে বধ করতে ক্রোধের কি প্রয়োজন ?

নায়ক।—মতঙ্গ করেছে কি ?

মিত্রা।—নিজের মৃত্যু আসন্ন কি না, তাই সে আপনার রাজ্য আক্রমণ করেচে।

নায়ক।—(সহর্ষে স্বগত) এ কথাটা কি সত্য ?

মিত্রা।—কুমার ! তাকে বিনাশ করতে আজ্ঞা দিন। অধিক কি বলব :—

আদেশ পাইলে তব, এই সিদ্ধগণ ব্যোমচারী
বিমানে আরূঢ় হয়ে চারিদিকে বিচরি' বরষা সম
সূর্য্যয়ে আচ্ছন্ন করি' আঁধারিয়া মধ্যাহ্ন-দিবস,
যুদ্ধে সদ্য বাহিরিয়া, ক্ষণ-ভয়াকুল রাজাদের
—আর নিজ রাজ্য তব—করিবে গো উদ্ধার এখনি॥
অথবা সৈন্যেরই বা কি প্রয়োজন ?

একাকীই আমি গিয়া
বেগে অসি করি' আকর্ষণ
—জটা-সম সমুজ্জ্বল
যে অসির প্রদীপ্ত কিরণ—
সিংহ যথা মাতঙ্গেরে
—মতঙ্গেরে আমি সেই মত
সম্মুখ-সংগ্রামে দেখো
এখনি গো করিব নিহত॥

নায়ক।—(কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া স্বগত) ও! কি দারুণ কথা। আচ্ছা, এইরূপ বলা যাক্। (প্রকাশ্যে) মিত্রাবসু! এতো অল্প বিষয়—তোমার যেরূপ বলবীর্য্য, তাতে কি না তোমাতে সম্ভব ? কিন্তু ;—

অযাচিত হয়ে যে গো পর-অর্থে স্বশরীর
বিসর্জ্জিতে পারে কৃপাবশে

জীব-হিংসা নিষ্ঠুরতা করিতে গো অনুমতি
রাজ্যতরে কেমনে দিবে সে ?

অপিচঃ—ক্লেশই আমার শক্র, ক্লেশ ছাড়া আমার আর কারও পরে শক্রতা নাই। তুমি যদি আমার প্রিয় কার্য্য করতে ইচ্ছা কর, তা হলে রাজ্যলাভের জন্য যে এত ক্লেশ করচে, সেই কৃপাপাত্র ক্লেশ-পরতন্ত্র ব্যক্তির প্রতি তুমি অনুকম্পা কর।

মিত্রা।—(অমর্ষের সহিত) বলেন কি, যিনি আমাদের এমন উপকারী বন্ধু ও কৃপা-পাত্র তাঁর প্রতি অনুকম্পা করব না ?

নায়ক।—(স্বগত) কোপাবিষ্ট ব্যক্তির ক্রোধ দুর্নিবার, তাকে এরূপে নিরস্ত করতে পারা যাবে না। আচ্ছা, এইরূপ তবে বলা যাক্। (প্রকাশ্যে) মিত্রাবসু। ওঠো, গৃহের অভ্যন্তরে যাওয়া যাক্। সেই খানে গিয়ে তোমাকে সমস্ত বুঝিয়ে বল্‌ব। এখন দিবা অবসান হয়ে এল। দেখ :—

কমল-কলির যে গো সঙ্কোচ ঘুচায়,
কর-জালে পূর্ণ করে যে জন * আশায়,
অশেষ বিশ্বেরে যে গো করে প্রাণ দান,
সিদ্ধেরা দেখিয়া যারে করে স্তুতিগান,
শ্লাঘ্য সেই সূর্য্যদেব, নাহিক সংশয়,
পর-হিত-তরে সদা যাঁহার উদয়॥

(সকলের প্রস্থান)

ইতি তৃতীয় অঙ্ক।

* আশা—দিক্ ও প্রত্যাশা।

চতুর্থ অঙ্ক।

(রক্তবস্ত্রযুগল লইয়া কঞ্চুকী ও প্রতীহারের প্রবেশ)

।—

অন্তঃপুরবাসি মাঝে
　　　　　　　　সুব্যবস্থা করিয়া স্থাপন,
পদে পদে দেখি' তাহে
　　　　　　　　নানা ত্রুটি—নিয়ম-লঙ্ঘন,
জরাতুর বৃদ্ধ আমি
　　　　　　　　অনুসরি' নৃপ-দণ্ডনীতি
করিতেছি দেখ এবে
　　　　　　　　সর্ব্বকার্য্যে নৃপ-অনুকৃতি ॥

প্রতী।—আর্য্য বসুভদ্র! আপনি কোথায় যাচ্চেন বলুন দেকি?

কঞ্চুকী।—মিত্রাবসুর মাতা-ঠাকুরাণী আমাকে এই রূপ আদেশ কর্‌লেন:—"মলয়বতী ও জামাতার রক্তবস্ত্র নিয়ে গিয়ে তুমি তাদের সঙ্গে দশ রাত্রি বাস করবে। দুহিতা শ্বশুর-বাড়িতেই আছে।" শুন্‌লেম নাকি জীমূতবাহনও যুবরাজের সহিত আজ সমুদ্র-তীর দেখ্‌তে গেছেন। তা আমি এখন কোথায় যাই?—রাজপুত্রীর কাছে যাই কি জামাতার কাছে যাই—কিছুই তো বুঝতে পার্‌চি নে।

প্রতী।—মহাশয়! আপনি রাজপুত্রীর কাছেই যান। এতক্ষণে হয় তো সেইখানে জামাতা নিজেই এসে উপস্থিত হয়েছেন।

কঞ্চুকী।—ঠিক্ বলেছ। আচ্ছা, তুমি কোথায় যাচ্চ বল দিকি?

প্রতী।—মহারাজ বিশ্বাবসু আমাকে এই আদেশ করলেন; "দেখ

সুনন্দ! মিত্রাবসুকে গিয়ে বল, যে "এই "দীপ-প্রতিপদ" উৎসবে মলয়বতী ও জামতাকে কিছু উপহার দিতে হবে; তা, এই উৎসবের উপযুক্ত কি দেওয়া যেতে পারে তুমি এসে স্থির কর।"

জীমূতবাহন ও মিত্রাবসুর প্রবেশ।

জীমূত।—তরু-তৃণ-ভূমি শয্যা;
সুপবিত্র আসন পাষাণ;
বাস-গৃহ তরুতল;
শীতল নির্ঝর বারি পান;
কন্দমূল ভোজ্য বস্তু;
সহচর যেথা মৃগ নব;
আযাচিত লভ্য যেথা,
সর্ব্বধন সকল বিভব
—হেন বনে এক দোষ:—
সুদুর্লভ সদা প্রার্থী জন;
না করি' পরোপকার
বৃথা কাটে নিষ্ফল জীবন॥

মিত্রা।—(ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) কুমার! শীঘ্র চল, শীঘ্র চল, সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাসের এই সময়।

নায়ক।—(শুনিয়া) ঠিক্ বলেছ।
মহাকায় জলহস্তি জল করি' তোলপাড়
মহাবেগে ভাসি-উঠি' সব,
যত গিরি-কন্দরের উদরাভ্যন্তর-মাঝে
তুলি' ঘোর প্রতি-ধ্বনি রব,
উচ্চে উচ্চে উঠে ধ্বনি মথন গো শ্রুতিপথ
করিয়া ব্যথিত,

তখন এ বেলা-জল —শুভ্র বহু শঙ্খ-সহ
আসিছে নিশ্চিত ॥

মিত্রা।—আসচে কি—এসে পড়েচে।—দেখ না ঃ—

লবঙ্গ-পল্লব-ভোজী করী-মকর-উদ্গারী
সউরভ করিয়া বিস্তার
রত্ন-দ্যুতি-সুরঞ্জিত এই সিন্ধু-বেলা-জল
দেখ কিবা শোভে চমৎকার !

নায়ক।—মিত্রাবসু ! দেখ দেখ ; এই মলয়-পর্ব্বতের সানু-দেশগুলি, শরতের শুভ্র মেঘে আবৃত হিমাচল-শিখরের শোভা ধারণ করেছে।

মিত্রা।—এ মলয়-পর্ব্বতের সানুদেশ নয়, এ হচ্চে মৃত নাগদের স্তুপাকার অস্থি-রাশি।

নায়ক।—(উদ্বেগ-সহকারে) আহা ! এতগুলি এক সঙ্গে কি করে' ম'ল ?

মিত্রা।—কুমার ! এরা এক সঙ্গে মরে নি ; আসল ব্যাপারটি কি তবে শোনো। বিনতানন্দন গরুড় নিজের ডানার বাতাসে, সাগর-তলের সমস্ত জলরাশি তোলপাড় করে,' রসাতল থেকে উঠিয়ে প্রতিদিন এক একটী নাগকে আহার করেন।

নায়ক।—(উদ্বেগ-সহকারে) কি কষ্ট ! কি নিষ্ঠুরতা ! তারপর—তারপর ?

মিত্রা।—তারপর, সমস্ত নাগ-বংশের বিনাশ আশঙ্কায়, বাসুকী গরুড়কে বল্লেন ঃ—

নায়ক।—(সাদরে) বল্লেন, "আমাকেই প্রথমে ভক্ষণ কর।"—না ?

মিত্রা।—না না, তা নয়।

নায়ক।—এ ছাড়া আর কি বল্‌তে পারেন ?

মিত্রা।—এই কথা বল্লেনঃ—

"তোমার আক্রমণের ভয়ে শত সহস্র ভুজঙ্গীর গর্ভস্রাব হয়, শিশুরা

পঞ্চত্ব পায় ; এইরূপে আমরাও সন্ততি-বিচ্ছেদ ভোগ করি, তোমারও স্বার্থের হানি হয়, অতএব তুমি যে অভিপ্রায়ে নাগ-লোক আক্রমণ কর, তোমার সেই অভিপ্রায়-অনুসারেই প্রতিদিন এক একটি নাগ তোমার কাছে আমি পাঠিয়ে দেব ।”

নায়ক ।—নাগরাজ বাসুকী পন্নগগণকে তবে আর কৈ রক্ষা করলেন ?

সহস্র-মস্তক তিনি— দ্বিসহস্র জিহ্বা-মাঝে
নাহি কি একটি জিহ্বা
তাঁর বিদ্যমান ?
—যে জিহ্বা দিয়া তিনি বলেন রিপুর কাছে
“একটি অহির তরে
দিব আমি প্রাণ” ?

মিত্র ।—পক্ষিরাজ তাতেই স্বীকৃত হলেন :—

নাগ-রাজ এইরূপ
করিলে গো নিয়ম স্থাপন,
যে সকল নাগ-গণে
পক্ষিরাজ করেন ভোজন,
তাদেরি এ অস্থি-রাশি —হিমাচল-সম দ্যুতি
করিয়া ধারণ—
দিন দিন হইয়াছে— হইতেছে—আরও কত
হইবে বর্দ্ধন ॥

নায়ক ।—আশ্চর্য্য !

যে ক্ষুদ্র শরীর এই অকৃতজ্ঞ ক্ষণধ্বংসী
অশুচি-আধার,
তারি তরে দেখ সব অজ্ঞানান্ধ মূঢ়জন
করে পাপাচার ॥

অহো! এই নাগদের অন্তিম দশা কি কষ্টকর! (স্বগত) আমি কি নিজের শরীর দিয়ে একটি নাগেরও প্রাণরক্ষা করতে পারি নে?

প্রতীহারের প্রবেশ।

প্রতী।—এই গিরি-শিখরে তো উঠেচি; এখন মিত্রাবসুকে অন্বেষণ করা যাক। (পরিক্রমণ করিয়া) এই যে, মিত্রাবসু জামাতার নিকটেই আছেন। (নিকটে গিয়া) কুমারদের জয় হোক্!

মিত্রা।—সুনন্দ! এখানে কি জন্য আসা হয়েচে?

প্রতী।—(কানে কানে কথন)

মিত্রা।—কুমার! পিতা আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন।

নায়ক।—আচ্ছা, তুমি যাও।

মিত্রা।—এই প্রদেশটা বহু অনিষ্টের স্থান; কুমারেরও এখানে থাকা কর্ত্তব্য নয়।

(প্রস্থান)

নায়ক।—আমি তবে এখন গিরি-শিখর হতে নেবে সমুদ্রতীর দেখতে যাই। (পরিক্রমণ)

নেপথ্যে।—হা! বৎস শঙ্খচূড়! তোমাকে আজ বধ করবে, আমি কেমন করে' চক্ষে দেখ্‌ব?

নায়ক।—আশ্চর্য্য! একি! যেন কোন স্ত্রীলোকের বিলাপ—স্ত্রীলোকটি কে?—এর ভয়ের কারণই বা কি?—জিজ্ঞাসা করে' জানা যাক্। (পরিক্রমণ)

শঙ্খচূড়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটি বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে গমন ও একজন দাস বস্ত্রযুগল লইয়া প্রবেশ।

বৃদ্ধা।—(সাশ্রুলোচনে) ওরে বাছা শঙ্খচূড়! তোকে আজ বধ করবে,

আমি কেমন করে’ চক্ষে দেখ্‌ব? (চিবুক ধরিয়া) এই মুখচন্দ্রের অভাবে, পাতালপুরী যে এখনি অন্ধকার হয়ে যাবে।

শঙ্খ।—মা! কেন এত কাতর হচ্চ—তোমার কাতরতা দেখে আমার বড়ই কষ্ট হচ্চে।

বৃদ্ধা।—(পুত্রের অঙ্গাদি স্পর্শ করিতে করিতে নিরীক্ষণ) বাছারে আমার! তোর এই সুকুমার শরীর, যে কখন সূর্য্যকিরণ দেখেনি, তোকে কি করে’ এই নিষ্ঠুর গরুড় ভক্ষণ করবে? (কণ্ঠ ধরিয়া রোদন)

শঙ্খ।—মা! কেন দুঃখ করচ? দেখ ঃ—

জনম হইবা মাত্র প্রথমেই অনিত্যতা
ধাত্রীসম নিজ ক্রোড়ে
করেন গ্রহণ;
—জননী তাহার পর; তবে কেন কর শোক?
—এ নহে তো বিলাপের
সমুচিত ক্রম!! (যাইতে উদ্যত)

বৃদ্ধা।—বাছা! একটু দাঁড়া, একবার তোর চাঁদ মুখখানি দেখেনি।

দাস।—এসো কুমার শঙ্খচূড়! উনি যতই বলুন না কেন, তোমার তাতে কি হবে? উনি পুত্রস্নেহে এখন জ্ঞান-হারা,—রাজকার্য্য কিছুই বোঝেন না।

শঙ্খ।—এই আমি যাচ্চি।

দাস।—(সম্মুখে অবলোকন করিয়া স্বগত) আমিতো এঁকে বধ্যশিলার কাছে নিয়ে এসেছি—এখন বধ্য-চিহ্নগুলি দেওয়া যাক্।

নায়ক।—এইতো সেই স্ত্রীলোক। (শঙ্খচূড়কে দেখিয়া) বোধ হয় ওঁরই পুত্র—আচ্ছা ভাল, কাঁদচেন কেন? বিলাপ করচেন কেন? (চারি দিকে অবলোকন করিয়া) এঁর ভয়েরতো কোন কারণ

দেখচিনে, ভয়ের কারণটা কি নিকটে গিয়ে জানা যাক্। এদের দুজনের মধ্যে কি কথাবার্ত্তা চল্‌চে—এই কথাবার্ত্তা থেকে কারণটা প্রকাশ হতেও পারে—আচ্ছা আমি তবে এই বৃক্ষ-শাখার আড়াল থেকে শুনি।

দাস।—(সাশ্রুলোচনে কৃতাঞ্জলি হইয়া) স্বামীর এই আদেশ;—তাই এই নিষ্ঠুর কথা আমাকে বল্‌তে হচ্চে।

শঙ্খ।—বল বাপু বল।

দাস।—নাগরাজ বাসুকি আজ্ঞা করেচেন—

শঙ্খ।—(শিরে অঞ্জলি ধারণ করিয়া সাদরে) মহারাজ কি আজ্ঞা করেছেন?

দাস।—এই রক্ত-বস্ত্র পরিধান করে' বধ্যশিলায় আরোহণ করতে হবে। এই রক্ত-বস্ত্র লক্ষ্য করে' গরুড় এখানে এসে আহার করবেন।

নায়ক।—(শুনিয়া) কি?—এটি বাসুকীর পরিত্যক্ত?

দাস।—কুমার! এই বস্ত্রযুগল গ্রহণ কর। (অর্পণ)

শঙ্খ।—(সাদরে) দেও। (গ্রহণ করিয়া) প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য।

বৃদ্ধা।—(পুত্রের হস্তে বস্ত্রযুগল দেখিয়া বুক চাপড়াইয়া) ওরে বাছারে! এ যে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হল রে! (মূর্চ্ছিত)

দাস।—গরুড়ের আসবার সময় হয়ে এল। আমি শীঘ্র যাই।

(প্রস্থান)

শঙ্খ।—ওঠ মা! ওঠ!

বৃদ্ধা।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া সাশ্রুলোচনে) ওরে আমার বাছারে! তোকে পেয়ে যে আমার শত আশা পূর্ণ হয়েছিল। আর কি তোকে দেখ্‌তে পাব রে? (কণ্ঠ ধারণ)

নায়ক।—অহো! গরুড়ের কি নিষ্ঠুরতা!—

হইয়া গো মূরছিত’ অশ্রুবারি বরিষণ
করি’ অবিরাম,
বিলাপ করিয়া বহু, নিক্ষেপিয়া চারিদিকে
করুণ নয়ান,
ব’লে যেন ঃ—“বাছা ওরে! নাহি কেহ পরিত্রাতা
করে তোরে ত্রাণ ?”
এ হেন মাতার কোলে যে শিশুটি অবস্থিত
খগেন্দ্র তাহারে এবে
দয়া মায়া তেয়াগিয়া
চক্ষু-অগ্রে করিবে ভক্ষণ ;
তাই ভাবি, গরুড়ের কঠিন হৃদয় সেই
নিশ্চয় গো বজ্রের গঠন ॥

শঙ্খ।—(নিজের অশ্রু নিবারণ করিয়া) মা! এত কাতর হচ্চ কেন ?—একটু ধৈর্য্য ধরে’ থাকো।

বৃদ্ধা।—(সাশ্রুলোচনে) কি করে’ বাছা ধৈর্য্য ধরব ?—তুই আমার এক-মাত্র পুত্র, তাই ভেবেই কি দয়াময় নাগরাজ তোকেই পাঠিয়ে দিলেন ?—আমার সংসারে বিচ্ছেদ ঘটেনি দেখেই কি নাগরাজ আমার বাছাটিকে স্মরণ করলেন ? (মূর্চ্ছা)

নায়ক।—(সকরুণ ভাবে)

আর্ত্ত, কণ্ঠগত-প্রাণ— ত্যাগ করিয়াছে যারে
সকল আত্মীয় বন্ধু জনে—
এহেন ব্যক্তিরে যদি, ত্রাণ না করিগো আমি
কি ফল এ শরীর ধারণে ?

আচ্ছা, নিকটে যাওয়া যাক্।

শঙ্খ।—মা! মনকে স্থির কর।

বৃদ্ধা।—বাছারে আমার! যখন নাগলোকের রক্ষক বাসুকীই তোকে পরিত্যাগ করলেন, তখন আর কে তোকে পরিত্রাণ করবে বল্?

নায়ক।—(নিকটে গিয়া) কেন, আমি,—আমিই পরিত্রাণ করব।

বৃদ্ধা।—(নায়ককে দেখিয়া সভয়ে উত্তরীয়ের দ্বারা পুত্রকে আচ্ছাদন করিয়া নায়কের নিকটে গিয়া জানু পাতিয়া) বিনতানন্দন আমাকে বধ কর। তোমার আহারের জন্য নাগরাজ আমাকেই স্থির করেছেন।

নায়ক।—(সাশ্রুলোচনে) আহা! কি পুত্র বাৎসল্য!

পুত্র-বাৎসল্য-জাত ইহার এ সকাতর
ভাব দরশনে
কঠোর-হৃদয় সেই ভুজঙ্গম-অরাতিরো
দয়া হবে মনে॥

শঙ্খ।—মা! ভয় নাই, ইনি নাগদের শত্রু নন। দেখ:—

—নাগের মস্তিষ্ক-ভেদী সুপ্রচণ্ড চঞ্চু যার
বিচর্চ্চিত শোণিত-ধারায়—
কোথায় সে পক্ষিরাজ —আর সৌম্য-শান্তরূপ
সাধুজন—এই বা কোথায়?

বৃদ্ধা।—আমি পুত্র-হত্যার ভয়ে সমস্ত লোকই এখন গরুড়ময় দেখ্‌চি।

নায়ক।—মা! পুনঃপুনঃ আমাকে বল্‌চ কেন—দেখো আমি সময়-কালে তোমার পুত্রকে রক্ষা করব।

বৃদ্ধা।—(মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া) বৎস! চিরজীবী হও।

নায়ক।—

কর মাতঃ বধ্যচিহ্ন আমারে অর্পণ;
তাহে নিজ দেহ মোর করি' আচ্ছাদন

—রক্ষা করিবারে তব পুত্রটির প্রাণ—
পক্ষিরাজ-আহারার্থে করিবগো দান ॥

বৃদ্ধা।—(কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া) এও যে বড় বিরুদ্ধ কথা; শঙ্খচূড়ের তুল্য তুমিও আমার পুত্র, অথবা পুত্র হতেও অধিক; বন্ধুজনেরা যাকে পরিত্যাগ করেছে, আমার সেই পুত্রটিকে নিজ শরীর দিয়ে তুমি রক্ষা করবে ?

শঙ্খ।—অহো! এই মহাত্মার মনের গতি লোক-বিপরীত। কেননা ঃ—

যে প্রাণ রক্ষার তরে খাইলা কুক্কুর-মাংস
বিশ্বামিত্র চণ্ডালের সম,
যে প্রাণ রক্ষার তরে উপকারী "নাড়ীজঙ্ঘে"
বধিলেন মহর্ষি গৌতম,
প্রতিদিন পক্ষিরাজ আহার করেন নাগ
রক্ষা করিবারে যেই প্রাণ
—সেই প্রাণ, এই সাধু পরের হিতের তরে
তৃণবৎ করিছেন দান ?

(নায়কের প্রতি) মহাত্মন্! আমার প্রতি কৃপালু হয়ে অকপটে কিরূপে আত্মদান কর্‌তে হয় তা আপনিই দেখালেন; তা, এ বিষয়ে দৃঢ় সঙ্কল্প হয়ে কাজ নেই। দেখুন ঃ—

আমাবিধ ক্ষুদ্র জীব
জনমিছে মরিতেছে কত
পর-হিতে বদ্ধ-কটি
কোথা জন্মে আপনার মত ?

তা, এ বিষয়ে দৃঢ়-সঙ্কল্প হয়ে কাজ নেই—আপনি এ চেষ্টা পরিত্যাগ করুন।

নায়ক।—দেখ শঙ্খচূড়! বহুকালের পর আমি এইবার পরোপকারের অবসর পেয়েছি—এ কার্য্য হতে আমাকে বিরত করা তোমার উচিত হয় না। তা, এ বিষয়ে আর ইতস্তত কোরো না—তোমার বধ্য-চিহ্নগুলি আমাকে দেও।

শঙ্খ।—মহাত্মন্! কেন নিজ আত্মাকে আপনি বৃথা কষ্ট দিচ্চেন? দেখুন, শঙ্খচূড় কখনই শঙ্খধবল পিতৃকুলকে মলিন করবে না। যদি আমাদের প্রতি আপনার অনুকম্পা হয়ে থাকে, তাহলে, এই বিপন্ন জীবন যাতে ত্যাগ করতে না হয়, তার অন্য উপায় চিন্তা করুন।

নায়ক।—এ বিষয়ে আর কি চিন্তা করবার আছে?

তোমার মরণে যেগো হয় ম্রিয়মান,
তব প্রাণ বাঁচিলে গো বাঁচে যার প্রাণ,
তাহারে বাঁচাতে যদি করহ মনন,
মোর প্রাণে নিজ প্রাণ করগো রক্ষণ॥

এই একমাত্র উপায় আছে, অতএব তুমি শীঘ্র তোমার বধ্যচিহ্নগুলি অমাকে দেও। এই চিহ্নগুলি ধারণ করে' আমি বধ্যশিলায় আরোহণ করি। তুমিও জননীর সঙ্গে এ প্রদেশ হতে ফিরে যাও। কি জানি, যদি এই নিকটস্থ হত্যা-স্থান দেখে, স্ত্রীস্বভাব-সুলভ কাতরতা-বশে উনি প্রাণত্যাগ করেন। মৃত-নাগ-কঙ্কালপূর্ণ এই মহাশ্মশান কি তুমি দেখ্‌তে পাচ্চ না?

গরুড়ের সুচঞ্চল চঞ্চু-অগ্র হতে যেই
মাংস-খণ্ড হতেছে পতন
তারি লোভে গৃধ্র যত সঞ্চালিয়া পক্ষ, ঘন
অন্ধকারে ছাইল গগন;
অজস্র বহুল বসা হইয়া নিস্‌তৃত
আমগন্ধী রক্তস্রোতে হতেছে মিশ্রিত;

—সেই স্রোতে, শিবা-বক্ত্র- বিনিস্থত অগ্নিশিখা
হইয়া পতন
নির্ব্বাণ হইয়া গিয়া সুবিকট ঘোররবে
করিছে স্বনন॥

শঙ্খ।—দেখ্‌তে পাচ্চি বৈকি।

প্রতি দিন নাগাহারে গরুড়ের হয় হেথা
পরম তৃপতি;
এ মহাশ্মশান তাই অস্থি-কপালেতে পূর্ণ
হয় নিতি-নিতি॥

নায়ক।—শঙ্খচূড়! তুমি যাও; এ সকল সান্ত্বনার বাক্যে আর কি হবে?

শঙ্খ।—গরুড়ের আস্‌বার সময় হয়ে এল। (মাতার সম্মুখে জানু পাতিয়া) মা! তুমিও এখান থেকে ফিরে যাও।

পুত্র-প্রিয় মাতা ওগো!
জনমিব হেথা যত বার
তুমিই হওগো যেন
জন্ম-জন্ম জননী আমার॥

(পদতলে পতন)

বৃদ্ধা।—(সাশ্রুলোচনে) বাছা! অন্তিম-কালের কথা কেন মুখে আন্‌চ?—তোমাকে ছেড়ে বাছা আমার পা যে কোথাও নড়্‌তে চায় না। তোমার সঙ্গে আমি এখানেই থাক্‌ব।

শঙ্খ।—(উঠিয়া) আমিও শীঘ্র ঐ ভগবান দক্ষিণ-গোকর্ণকে প্রদক্ষিণ করে' প্রভু নাগরাজের আদেশ পালন করি।

(উভয়ের প্রস্থান)

নায়ক।—(দেখিয়া সহর্ষে স্বগত) এই রক্তবস্ত্র-যুগল ভাগ্যি দৈবাৎ পাওয়া গেল, এইবার আমার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হবে।

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চুকী।—মিত্রাবসুর সুজননী এই বস্ত্রযুগল কুমারকে পাঠিয়েছেন, তা, এই বস্ত্র কুমার পরিধান করুন।

নায়ক।—(সাদরে) দেও।

কঞ্চুকী।—(বস্ত্র অর্পণ)

নায়ক।—(লইয়া স্বগত) মলয়বতীর পাণিগ্রহণ সফল হল। (প্রকাশ্যে) কঞ্চুকি! যাও; দেবীকে আমার প্রণাম জানিও।

কঞ্চুকী।—যে আজ্ঞা কুমার।

(প্রস্থান)

এই রক্ত বস্ত্রযুগ
সমাগত উপযুক্ত ক্ষণে;
পরার্থে ত্যজিব দেহ
—ইথে কত প্রীতি হয় মনে॥

(চারিদিক অবলোকন করিয়া) মলায়াচলের শিলারাশি সঞ্চারিত করে' যখন বায়ু প্রবাহিত হচ্চে, তখন মনে হয়, পক্ষিরাজ নিশ্চয়ই নিকটবর্ত্তী।

"সম্বর্ত্ত"-জলদ-সম পক্ষের পংক্তিতে দেখ
সমস্ত গগন আচ্ছাদিত;
বায়ু-বেগে অম্বুরাশি হইল উৎক্ষিপ্ত তীরে
—যেন মহী হইবে প্লাবিত;
প্রলয় আশঙ্কা করি' সহসা দিগ্‌গজ সবে
দেখে ভয়ে হইয়া বিহ্বল;

দ্বাদশ আদিত্য-সম দেহের প্রভায় মুহু
দশ দিক হইল পিঙ্গল॥

তা, চন্দ্রচূড় না আসতে আসতেই, আমি তাড়াতাড়ি এই বধ্যশিলায় উঠে পড়ি। (তথা করিয়া উপবেশন করিয়া স্পর্শসুখ অভিনয়) আহা! এই শিলা কি সুখস্পর্শ!

তত সুখ নাহি হয় মলয়-চন্দন-লিপ্ত
মলয়বতীর আলিঙ্গনে
যত হয় সুখোদয় মনোবাঞ্ছা-সিদ্ধি-আশে
লগ্ন হয়ে এই শিলা-সনে॥
পাই নাই তত সুখ শৈশবে মায়ের কোলে
শুইয়া নিঃশঙ্কে
যত সুখ পাইলাম আমি আজি থাকি এই
শিলাতল-অঙ্কে॥

এই যে, গরুড় এসেছেন; আমি এই বার রক্তবস্ত্রে শরীর আচ্ছাদন করি।

গরুড়।—

(গরুড়ের প্রবেশ)

নেহারিয়া শশাঙ্করে
শশঙ্কিত দর্শনে আমার;
—শেষ-মূর্ত্তি অনন্তরে
সঙ্কুচিত বলয়-আকার;
রথ-অশ্বে হেরি' ত্রাস্ত
হইলেন সূর্য্য বিচলিত;
অরুণ অগ্রজ মোর
দেখি' মোরে হইলা হর্ষিত॥

তার পর প্রবেশিয়া
প্রজ্জ্বলন্ত মেঘ-ময় নভে
বিস্তারিয়া পক্ষ মোর
—অহি-মাংস আহারের লোভে—
ক্ষণমাত্র আইলাম—উড়িতে উড়িতে
সিন্ধুতীরবর্ত্তী এই মলয়-গিরিতে ॥

নায়ক।—(সপরিতোষে)

স্বশরীর দানে আজি যে পুণ্য অর্জ্জিনু আমি
বাঁচাইয়া নাগের জীবন
—সেই পুণ্য-ফলে যেন পর-হিত-তরে দেহ
জন্ম-জন্ম করিগো ধারণ ॥

গরুড়।—(নায়ককে নিরীক্ষণ করিয়া)

এই যে !

অবশিষ্ট নাগদের প্রাণরক্ষা-তরে
সমাগত নাগ এক বধ্যশিলা-পরে।
রক্তাম্বর পরিধান ভয়ে বুক ফাটি' যেন
সেই রক্তে লিপ্ত দেহ খানি :
বজ্র-চণ্ড চঞ্চু দিয়া ভেদি' বক্ষ, ভক্ষিবারে
উর্দ্ধে এরে লয়ে যাই আমি ॥

(নাবিয়া নায়ককে ধারণ, নেপথ্যে হইতে পুষ্প-বৃষ্টি, ও দুন্দুভি-নাদ)

গরুড়।—(সবিস্ময়ে) এ কি !

গন্ধে আমোদিত হয়ে অলি যাহে বসে
—হেন পুষ্প নভ হতে এবে কি বরষে ?
কিম্বা স্বর্গ হতে কি এ দুন্দুভির ধ্বনি
মুখরিত করে দিক —এবেযা হা শুনি ?

(হাসিয়া)

না, বুঝেচি ঃ—

মম বেগ-সমীরণে হইয়া কম্পিত
স্বর্গ হতে পারিজাত হতেচে পতিত ;
"সম্বর্ত্তক"-মেঘ সবে, সংহারের তরে
এইরূপ ঘোরতর গরজন করে ॥

নায়ক।—(স্বগত) আ কি সৌভাগ্য ! আজ আমি কৃতার্থ হলেম।

গরুড়।—(নায়কক্কে দেখিয়া)

সর্পের রক্ষক হয়ে এ যে দেখি কোন নর
হেথা উপস্থিত ;
সর্পাহার ইচ্ছা তাই আজিকার মত মোর
হ'ল অপনীত ॥

আচ্ছা, একে তবে নিয়ে, মলয়-পর্ব্বতে উঠে, মনের সাধে আহার করিগে।

(প্রস্থান)

ইতি চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রতীহারের প্রবেশ।

প্রতী।— গৃহোদ্যানে যাইলেও হয় গো অনিষ্ট-শঙ্কা
স্নেহবশে স্নেহীজন-তরে ;
তাতে তিনি অবস্থিত ভীষণ কান্তারে এবে
—যেথা বহু বিপদ বিচরে॥

জীমূতবাহন সমুদ্রতীরের জলোচ্ছ্বাস দেখবার জন্য কুতূহলী হয়ে যাত্রা করেছেন—এখনও তিনি না আসায় মহারাজ বিশ্ববসু বড়ই চিন্তিত হয়েচেন। আর তিনি আমাকে এইরূপ আজ্ঞা করলেন :

"দেখ সুনন্দ! আমি শুন্‌লেম যে, জামাতা জীমূতবাহন নাকি গরুড়ের নিকটবর্ত্তী কোন ভয়ঙ্কর স্থানে গেছেন! তাই আমি অত্যন্ত ভীত হয়েচি। দেখ, তুমি শীঘ্র জেনে এসো, তিনি নিজ গৃহে ফিরে এসেছেন কি না।" আমি তাই এখন সেইখানে যাচ্চি। (পরিক্রমণ পূর্ব্বক সম্মুখে অবলোকন করিয়া) এই তো রাজর্ষি জীমূতবাহনের পিতা জীমূতকেতু কুটীরের অঙ্গনে বসে আছেন, আর তাঁর সহধর্ম্মিণী ও রাজপুত্রী তাঁর সেবা করচেন।

তরল-তরঙ্গ-ভঙ্গ ফেনময় জল-সম,
পট্টবস্ত্র করি' পরিধান,
মহিষী আছেন বসি' সুসলিলা সুবিষদা
মহাপুণ্যা জাহ্নবী সমান ;
তাঁ-সহ জীমূতকেতু বিরাজিত জলধি-শ্রী
করিয়া ধারণ ;
তাঁহার সমীপে বসি' শোভেন মলয়াবতী
বেলার মতন॥

এখন তবে নিকটে যাওয়া যাক্।

পত্নী ও বধূর সহিত জীমূতকেতু আসীন

জীমূত।—

ভুঞ্জেছি যৌবন-সুখ; করিয়াছি যশোপূর্ণ
রাজ্যে অধিষ্ঠান;
চান্দ্রায়ণ আদি তপ স্থির চিত্তে করিয়াছি
আমি অনুষ্ঠান;
শ্লাঘনীয় পুত্র মোর; অনুরূপ বংশজাত
এই পুত্রবধূ;
কৃতার্থ হয়েচি আমি; —চিন্তার বিষয় মোর
এবে মৃত্যু শুধু॥

সুনন্দ।—(সহসা নিকটে আসিয়া) জীমূত-বাহনের—

জীমূতকেতু।—(কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া) কোন পাপ-কথা শুন্‌তে না হয়!

বৃদ্ধা।—সর্ব্ব অমঙ্গল দূর হোক্‌!

মলয়বতী।—এই দুর্নিমিত্তে আমার হৃদয় কাঁপচে।

জীমূতকেতু।—(বামাক্ষি-স্পন্দনে) বাপু! জীমূতবাহনের কি—?

সুনন্দ।—জীমূতবাহনের সংবাদ জানবার জন্য মহারাজ বিশ্বাবসু আপনাদের কাছে আমাকে পাঠিয়েচেন।

জীমূতকেতু।—কি? সেখানে কি আমার পুত্র নাই?

বৃদ্ধা।—(সবিষাদে) মহারাজ! সেখানে যদি না থাকে, তা হলে বাছা আর কোথায় যেতে পারে?

জীমূতকেতু।—বোধ হয় আমাদের জীবিকা আহরণের জন্য আর কোথাও গিয়ে থাক্‌বে।

মল।—(সবিষাদে স্বগত) আর্য্যপুত্রকে না দেখতে পেয়ে আমার কিন্তু অন্যরূপ আশঙ্কা হচ্চে।

সুনন্দ।—আজ্ঞা করুন, মহারাজকে আমি কি নিবেদন করব।

জীমূতকেতু।—(বাম চক্ষুর স্পন্দন) জীমূতবাহনের আস্‌তে বিলম্ব দেখে আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েচে।

পোড়া বাম চক্ষু ওরে! বার বার কেন তুই
করিস্ স্পন্দন?
ভগবান সূর্য্যদেব দূরিত করুন এই
অশুভ স্ফুরণ॥

(ঊর্দ্ধ দিকে অবলোকন করিয়া) ত্রিভুবনের যিনি একমাত্র চক্ষু সেই এই ভগবান সহস্রকিরণ জীমূতবাহনের নিশ্চয়ই মঙ্গল করবেন। (দেখিয়া সবিস্ময়ে)

সূর্য্য-দেহ-আভা সম
রক্তচ্ছটা করি' বিকীরণ,
দুরন্ত বায়ু-চালিত
তারকার জ্যোতির মতন,
দৃশ্যমান এ কি বস্তু
—ঝলসিয়া যুগল নয়ন—
নভ হতে সম্মুখে
সহসা গো হইল পতন?

—একি! পায়ে এসে পড়ল যে!

সকলে।—(নিরীক্ষণ)

জীমূতকেতু।—একি! রক্তাক্ত মাংস-লগ্ন কার না জানি এ মাথার মণি?

বৃদ্ধা।—(সবিষাদে) মহারাজ! এ চূড়ামণিটি আমার পুত্রের।

মল।—মা! ও কথা বোলো না।

সুনন্দ।—মহারাজ! এরূপ না জেনে-শুনে বিহ্বল হবেন না। নাগরাজদের

ভক্ষণ করবার সময় গরুড়ের নখাগ্রে যে সকল শিরোরত্ন উৎপাটিত হয়েছে, সেই শিরোরত্নগুলি এখন আকাশ থেকে পড়চে।

জীমূতকেতু।—দেবি! সুনন্দ ঠিক কথা বলেচে। এইরূপ হওয়াই সম্ভব।

বৃদ্ধা।—সুনন্দ! বোধ হয় এতক্ষণে বাছা তার শ্বশুর-বাড়ীতে এসে থাক্‌বে। তা, তুমি যাও, শীঘ্র জেনে এসো।

সুনন্দ।—যে আজ্ঞা দেবি!

(প্রস্থান)

জীমূতকেতু।—দেবি! এটি নাগ-চূড়ামণিই হবে।

(রক্তবস্ত্রাচ্ছাদিত শঙ্খচূড়ের প্রবেশ)

শঙ্খ।— মহাসিন্ধু-তীরবর্ত্তী "গোকরণ"-শিবলিঙ্গে
প্রণমি' ত্বরিত,
তার পর, দেখ আমি নাগ-বধ্যভূমে আসি'
হনু উপনীত।
নখাগ্রে বিদরি' বৃক্ষ
বিদ্যাধরে ধরিয়া সবলে
উঠিল সে পক্ষিরাজ
উঁধাও হইয়া নভস্তলে॥

(রোদন করিতে করিতে) হা মহাত্মন্! পরম কারুণিক, পরদুঃখ-কাতর নিঃস্বার্থ বান্ধব! কোথায় গেলে তুমি? আমার কথার উত্তর দেও। হতভাগ্য শঙ্খচূড়! তুই করলি কি?

নাগ-পরিত্রাণ-কীর্ত্তি একটি দিনেরো তরে
না পারিলি করিতে অর্জ্জন;

নাগ-অধিপতির সে শ্লাঘ্য আজ্ঞা একটুও
না করিলি তুই রে পালন;
অন্য জন আসি' হেথা আত্ম-প্রাণ সমর্পিয়া
রক্ষণ করিল আজি তোরে;
ধিক্ ধিক্! হায় হায়! একি শোচনীয় দশা!
দারুণ বঞ্চিত তুই ওরে!

তা, আমি ক্ষণকালের জন্যও বেঁচে থেকে আমার জীবনকে হাস্যাস্পদ করব না। যাতে আমি তাঁর অনুগামী হতে পারি, এখন তারই চেষ্টা দেখি। (পরিক্রমণ পূর্ব্বক ভূমির দিকে চাহিয়া)

প্রথমে দেখিব, যেথা ভূতল পীড়ন করি'
মোটা মোটা রক্ত-ফোঁটা
অবিরল হয়েচে পতিত;
তার পর, শিলাতল —যেথা শীর্ণ রক্তকণা
সদীর্ঘ প্রদেশ ব্যাপি'
ক্রমান্বয়ে হয়েচে প্রসৃত;
সেই সব বন-ভূমি —পিপীলিকা কীট-আদি
হইয়াছে যেথায় সঞ্চিত;
ধাতু সুরঞ্জিত দেশ —যেথা রক্ত সুদুর্লক্ষ্য
রঙে রঙে হয়েচে মিলিত;
সেই ঘন তরু-চূড়া —রক্তের নীলিমা যেথা
আরো যেন হয়েচে বর্দ্ধিত;
এই ভাবে রক্তধারা
অনুসরি' অতি সূক্ষ্মরূপে
চলিয়াছি আমি এবে
ভেটিতে সে বিহঙ্গম-ভূপে॥

বৃদ্ধা।—(ভয়ব্যাকুল হইয়া) মহারাজ ! একটি লোক—অরুণ-বর্ণ মুখ—যেন শোকগ্রস্ত হয়ে এইদিকে তাড়াতাড়ি আস্‌চে, তাই আমার হৃদয় আকুল হয়ে উঠেচে। তা, তুমি জিজ্ঞাসা কর ইনি কে।

জীমূতকেতু।—আচ্ছা দেবি, আমি জিজ্ঞাসা কর্‌চি।

(শুনিয়া সহর্ষে হাসিয়া) বোধ হয় এঁরই মাথার মণি কোন পক্ষী, মাথায় থেকে তুলে নিয়ে এই খানে ফেলে দিয়েচে।

বৃদ্ধা।—(সপরিতোষে, মলয়বতীকে আলিঙ্গন করিয়া) বাছা, তুমি বিধবা হও নি—শান্ত হও। যার এরূপ আকৃতি, সে কখন বৈধব্য-দুঃখ ভোগ করে না।

মল।—(সহর্ষে) মা ! এ তোমারি আশীর্ব্বাদের ফল।

জীমূ।—বৎস ! ব্যাপারটা কি ?

শঙ্খ।—দুঃখ কষ্টের ভারে, আমার কণ্ঠ অশ্রুতে রুদ্ধ হয়ে গেছে, তাই আমি কিছুই বল্‌তে পাচ্চি নে।

জীমূতকেতু।—

সুদুঃসহ পুত্র-শোকে হৃদয় আক্রান্ত,
তাহার সংবাদ বলি' কর মোরে শান্ত॥

শঙ্খ।—শুনুন বৃদ্দি ! জাতিতে আমি নাগ—আমার নাম শঙ্খচূড়। গরুড়ের আহারের জন্য বাসুকী গরুড়ের কাছে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। অধিক আর কি বল্‌ব ; ধূলিজালে এই রক্তধারার চিহ্ন ক্রমে দুর্লক্ষ্য হয়ে যেতে পারে ; অতএব আমি সংক্ষেপে বলি।

কোন বিদ্যাধর সাধু
হইয়া করুণাবিষ্ট-মন
রক্ষিলেন মোর প্রাণ
নিজ প্রাণ করি' সমর্পণ॥

জীমূ।—এমন পরহিত-রত আর কে হতে পারে ? বৎস ! স্পষ্ট করে'

বল সে জীমূতবাহন কি না। হা! আমি অতি হতভাগ্য—আমারি দেখচি সর্ব্বনাশ হয়েচে।

বৃদ্ধা।—বাছারে আমার! কেন তুই এরূপ কর্‌লি?

মল।—আমার দুর্ভাবনাটাই কি তবে সত্যি হল?

(সকলে মূর্চ্ছিত)

শঙ্খ।—(সাশ্রুলোচনে) এঁরা নিশ্চয়ই সেই মহাত্মার পিতামাতা! আমিই অপ্রিয় কথা বলে' এঁদের এইরূপ দশা উপস্থিত করেছি। অথবা বিষধরের মুখ হতে বিষ ছাড়া আর কি বেরুতে পারে? অহো! যিনি শঙ্খচূড়ের প্রাণদাতা—শঙ্খচূড় তাঁর বেশ প্রত্যুপকার করলে যা হোক্! এখন তবে কি আত্মহত্যা করব, না এঁদের সান্ত্বনা করব? শান্ত হোন্ জননি! আশ্বস্ত হোন্। (উভয়ের সংজ্ঞালাভ)

বৃদ্ধা।—বাছা! ওঠো; কেঁদো না—জীমূতবাহন বিনা আমরা কি করে' বাঁচব? (প্রকাশ্যে) তুমি আমাদের সান্ত্বনা কর।

মল।—(সংজ্ঞালাভ করিয়া) নাথ! কোথায় আবার তোমাকে দেখ্‌তে পাব?

জীমূ।—হা বৎস! গুরুজনের চরণ-সেবা কি করে' করতে হয় তা সে তুমিই জান্‌তে।

তোমার মাথার মণি
ফেলি দিয়া চরণে আমার
—লোকান্তর হইলেও
ত্যজ নাই তবু শিষ্টাচার॥

(চূড়ামণি গ্রহণ করিয়া) হা বৎস! তোমার শুধু এইটুকুমাত্র দেখ্‌তে পেলেম? (হৃদয়ে রাখিয়া) ওহোহো!

ভক্তিভরে, দূর হতে শির অবনত করি'
প্রণমিত' সদা যে গো
আমাদের যুগল চরণ
তার সেই চূড়ামণি —হইলেও শাণে-ঘসা
মসৃণ কোমল—তবু
কেন করে হৃদি বিদারণ ?

বৃদ্ধা।—হা পুত্র জীমূতবাহন! গুরুজন-শুশ্রূষা ছাড়া যার অন্য কোন সুখে রুচি হ'ত না, সেই তুই এখন স্বর্গ-সুখ উপভোগ করবার জন্য, কেমন করে' তোর পিতামাতাদের ছেড়ে চলে গেলি বল্ দিকি ?

জীমূতকেতু।—(সাশ্রুলোচনে) দেবি! কেন এ প্রলাপ-বাক্য বল্‌চ ?—আমরাও কি জীমূতবাহন বিনা এক মুহূর্ত্তও বাঁচ্‌তে পার্‌ব ?

মল।—(পদতলে পড়িয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া) আমাকে তবে আর্য্যপুত্রের চূড়ামণিটি দিন—আমি এটিকে হৃদয়ে রেখে, জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে, হৃদয়ের জ্বালা জুড়াই।

জীমূ।—পতিব্রতে! কেন তুমি এত আকুল হচ্চ ? আমরা সকলেই তো এইরূপ সঙ্কল্প করেছি।

বৃদ্ধা।—মহারাজ! আমরা এখনও তবে কিসের অপেক্ষায় আছি ?

জীমূ।—আর কিছুরই অপেক্ষা নেই। তবে কি না, রক্ষিতাগ্নি অগ্নিহোত্রীদের অন্য অগ্নির দ্বারা সংস্কার বিধেয় নয়। অতএব অগ্নিহোত্র-আধার হতে অগ্নি এনে, এসো আমাদের দেহ প্রজ্বলিত করি।

শঙ্খ।—(স্বগত) হায় হায়! আমারই জন্য সমস্ত এই বিদ্যাধর-বংশ উচ্ছিন্ন হল! আচ্ছা এইরূপ তবে বলা যাক্ (প্রকাশ্যে) তাতা! নিশ্চয় না জেনে, এরূপ দুঃসাহসের কাজে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় না। দৈব-লীলার কথা কিছুই বলা যায় না। "এ নাগ নয়"—জান্‌তে

পেরে সেই নাগশক্র তাঁকে ছেড়ে দিলেও দিতে পারেন। অতএব আসুন, আমরা ঐ দিকে গরুড়ের অনুসরণ করিগে।

বৃদ্ধা।—দেবতাদের প্রসাদে আমরা যেন পুত্র-মুখ আবার দেখ্‌তে পাই।

মল।—(স্বগত) এ হতভাগিনীর পক্ষে তা নিতান্তই দুর্লভ।

জীমূ।—বৎস! তোমার কথাই যেন সত্য হয়। তুমি অগ্রে গরুড়ের অনুসরণ কর গে। দেখ, আমরা অগ্নিহোত্রী, অগ্নি-আধার হতে অগ্নি নিয়ে এখনি যাচ্চি।

(পুত্রবধূর সহিত প্রস্থান)

শঙ্খ।—আচ্ছা আমি তবে এখন গরুড়ের অনুসরণ করি। (সম্মুখে নিরীক্ষণ করিয়া)

অদ্রি-মাঝে নব নদী স্বজন করিয়া যেন
রুধিরাক্ত চঞ্চুর প্রহারে,
নেত্র-জ্যোতি-শিখানলে বন-পরিসর যেন
দগধ করিয়া একেবারে,
বজ্জর-কঠোর-ঘোর নখপ্রান্ত, ধরাতলে
গাঢ়রূপে করিয়া প্রবিষ্ট,
মলয়-গিরির শৃঙ্গে পন্নগের রিপু ওই
দূর হতে হইতেছে দৃষ্ট॥

গরুড় আসীন—তাহার সম্মুখে নায়ক পতিত।

গরুড়।—আজন্ম আমি ভুজঙ্গ-পতিদের আহার করচি, কিন্তু এরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার তো পূর্ব্বে কখন দেখি নি! এই মহাত্মা ব্যথিত হওয়া দূরে থাক, বরং এঁকে যেন আরও প্রহৃষ্ট দেখ্‌চি।

ব্যথা-গ্লানি নাহি এঁর যদিও ও-দেহ হতে
করিতেছি বহু রক্ত পান;

মাংস-ছেদন-জাত বেদনা সহিয়া তবু
কিবা এঁর প্রসন্ন বয়ান!
পুলক হয় নি লুপ্ত, ইহাঁর সমস্ত গাত্রে
লোম-হর্ষ স্পষ্টরূপে হতেচে লক্ষিত;
অপকারী হইলেও, আমি যেন উপকারী
এই ভাবে আমা-পরে দৃষ্টি নিপতিত॥

এঁর ধৈর্য্য-বৃত্তি দেখে আমার কৌতূহল হচ্চে—আচ্ছা এঁকে আর ভক্ষণ করব না। জিজ্ঞাসা করে' দেখি লোকটা কে।

নায়ক।—ওগো মহাত্মা গরুড়!

শিরামুখ-হতে ঝরে রক্ত অবিরাম,
এখনো এ দেহে মোর মাংস বিদ্যমান;
তবু নাহি তৃপ্তি তব—কেন গো বল তো;
ভক্ষণে কেন গো তুমি হইলে বিরত?

গরুড়।—(স্বগত) আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য! এই অবস্থাতেও এর কি তেজস্বিতা! (প্রকাশ্যে)

তব হৃদি হতে রক্ত চঞ্চু দিয়া করিয়াছি
আমি আহরণ;
আমার হৃদয়-রক্ত ধৈর্য্য-বলে আহরিলে
তুমি গো এখন॥

—অতএব তুমি কে, আমি শুন্‌তে ইচ্ছা করি।

নায়ক।—তুমি এখন ক্ষুধায় কাতর, এখন তোমার এ শোন্‌বার অবস্থা নয়। আমার মাংস-শোণিত আহার করে' তুমি এখন তৃপ্ত হও।

শঙ্খ।—(সহসা নিকটে আসিয়া) গরুড়! এ দুঃসাহসের কাজ কোরো না, কোরো না। ইনি নাগানন্দ, এঁকে ছেড়ে দেও। আমাকে

ভক্ষণ কর; বাসুকী আমাকে তোমার আহারের জন্য পাঠিয়েচেন। (বক্ষ পাতিয়া দিয়া)

নায়ক।—(শঙ্খচূড়কে দেখিয়া) হায় হায়! শঙ্খচূড় এসে আমার মনোবাঞ্ছা যে ব্যর্থ করে' দিলে।

গরুড়।—(উভয়কে নিরীক্ষণ করিয়া) তোমরা দুজনেই তো দেখ্‌চি বধ্যচিহ্ন ধারণ করেছ; তোমাদের মধ্যে কে নাগ আমি তো বুঝতে পারচিনে।

শঙ্খ।—এস্থলে ভ্রম হতেই পারে। কিন্তু :—

বক্ষে মোর "স্বস্তি" চিহ্ন, কঞ্চুক শরীরে কি গো
হয় না লক্ষিত?
তব সনে বাক্যালাপে দুই জিহ্বা মোর কি গো
হয় না গণিত?
সুতীব্র বিষাগ্নি-ধূমে পরিম্লান-রত্ন-কান্তি
এ হেন এই যে মোর ফণা
তাহতে—অসহ্য শোকে— বাহিরিছে যে শীৎকার
তাহা কি গো তুমি দেখিছ না?

গরুড়।—(উভয়কে নিরীক্ষণ করিয়া শঙ্খচূড়ের ফণা দেখিয়া) আচ্ছা তবে, আমি কাকে বধ করচি বল দিকি?

শঙ্খ।—বিদ্যাধর-বংশ-তিলক জীমূতবাহনকে। নিষ্ঠুর হয়ে আপনি কেন এ কাজ করলেন?

গরুড়।—(স্বগত) কেন আমি এ কাজ করলেম? ইনিই কি সেই বিদ্যাধর-কুমার জীমূতবাহন?

সুমেরুর শৈল-দেশে,
মন্দরের পর্ব্বত-গুহায়,

হিমাচল-সানু দেশে,
মহেন্দ্র ও কৈলাশ-শিলায়,
মলয়ের পূর্ব্বভাগে,
দিগন্তের কানন-সীমায়,
"লোকালোক"-গিরি-চর বৈতালিকগণ
ঊর্দ্ধকণ্ঠে যশ যাঁর গাহে অনুক্ষণ?

—তাহলে আমি তো মহাপাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হয়েচি।

নায়ক।—ওগো ফণি-পতি! তুমি এত উদ্বিগ্ন হলে কেন?

শঙ্খ।—আমি কি অকারণে উদ্বিগ্ন হয়েচি?

স্বশরীর দান করি' গরুড়ের হস্ত হতে
এ মোর শরীর যদি
করিলে রক্ষিত,
পাতাল হইতে তবে আরো নিম্ন রসাতলে
আমারে লইয়া যাওয়া
তোমার উচিত॥

গরুড়।—এ কি! করুণার্দ্রচিত্ত হয়ে এই মহাত্মা আমার কবলে পতিত এই নাগের প্রাণ রক্ষার জন্য, আমার সাহায্যার্থে নিজ শরীর অর্পণ করতে এখানে উপস্থিত! আমি তাহলে তো অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেচি। অধিক কি, একজন বোধিসত্ত্ব মহাত্মাকে আমি বধ করচি! এই মহাপাপের জন্য অগ্নিপ্রবেশ ভিন্ন আর তো কোন প্রায়শ্চিত্ত দেখি নে। কিন্তু এখন অগ্নি কোথায় পাই? (চারি দিক অবলোকন করিয়া) এই যে! একজন অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ এই দিকে আস্‌চেন্—আচ্ছা, এখন তবে ওঁরই অপেক্ষায় থাকা যাক্।

শঙ্খ।—কুমার! তোমার পিতামাতা এসেছেন।

নায়ক।—(শশব্যস্ত হইয়া) শঙ্খচূড়! তুমি এখানে বসে উত্তরীয় দিয়ে আমার শরীর আচ্ছাদন করে' আমাকে ধরে' থাকো; নচেৎ সহসা আমার এইরূপ অবস্থা দেখ্‌লে মা প্রাণত্যাগ করতে পারেন।

শঙ্খ।—(পার্শ্বে পতিত উত্তরীয় লইয়া তথা করণ)

পত্নী ও বধূ-সমভিব্যাহারে
জীমূতকেতুর প্রবেশ।

জীমূতকেতু।—(সাশ্রুলোচনে) হা পুত্র জীমূত বাহন!

"এ জন আত্মীয় মোর ও আমার পর"—ইহা
নহে বটে দয়ার নিয়ম;
কিন্তু ভাবিলে না তুমি একজন রক্ষণীয়
কিম্বা রক্ষণীয় বহুজন।
নিজ প্রাণ বিসর্জ্জিয়া, গরুড়ের হস্ত হতে
বাঁচাইতে ভুজঙ্গ-বিশেষ
পিতা মাতা, আত্মা, বধূ সবারে করিলে বধ
—কুল মোর হইল নিঃশেষ॥

বৃদ্ধা।—(মলয়বতীর প্রতি) বাছা! একটু খানি অপেক্ষা কর; অবিরল অশ্রুবিন্দু পড়ে' আগুনটা নিভ-নিভ হয়েচে?

(সকলের পরিক্রমণ)

জীমূতকেতু।—হা পুত্র জীমূতবাহন!

গরুড়।—(শুনিয়া) "হা জীমূতবাহন"—এই কথা বল্‌চে না?—তবে তো ইনিই ওঁর পিতা। তবে কি এই অগ্নিতে প্রবেশ করে' আমি আত্মহত্যা করব? আমিই তো ওঁর পুত্রঘাতী—লজ্জায় আমি তাই ওঁর কাছে মুখ দেখাতে পারচিনে। কিন্তু অগ্নি-প্রবেশের কথা ভাবচি কেন, আমি যে এখন সমুদ্র-তীরে রয়েচি।

ত্রিভুবন-গ্রাসোল্লাসে
যে অনল সদা উল্লসিত ;
যে অগ্নি সঞ্চারি' পারে
সূর্য্যেও করিতে কবলিত ;
কাল-জিহ্বাসম সেই
সাগরের বাড়ব-হুতাশনে
প্রজ্বলিত করি তুলি'
মোর পক্ষ-প্রলয়-পবনে,
তাহাতেই দিয়া ঝাঁপ্
দেহ নাশ করিগো এক্ষণে ॥

(উত্থান করিতে উদ্যত)

নায়ক।—ওগো পক্ষিরাজ! ও চেষ্টা কোরো না! পাপের প্রায়শ্চিত্ত এ নয়!

গরুড়।—(জানু পাতিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া) মহাত্মন্! বল তবে তুমি কে।

নায়ক।—একটু অপেক্ষা কর। আমার পিতামাতা এসেছেন, আগে তাঁদের আমি প্রণাম করে' আসি।

গরুড়।—আচ্ছা।

জীমূতকেতু।—(দেখিয়া সহর্ষে) দেবি! আমাদের কি সৌভাগ্য! বৎস জীমূতবাহন বেঁচে আছে; শুধু তা নয়, দেখ, গরুড় শিষ্যের ন্যায় কৃতাঞ্জলি হয়ে ওর উপাসনা করচে।

বৃদ্ধা।—মহারাজ! কৃতার্থ হলেম; এখনও বাছা অক্ষত-শরীর। যাই, বাছার মুখ খানি একবার দেখি গে।

মল।—আমার নাথকে আবার আমি দেখতে পাব?—এ যে অতি-সুখের কথা, আমার তাই প্রত্যয় হচ্চে না।

জীমূতকেতু।—(নিকটে আসিয়া) এসো বৎস এসো ; আমাকে আলিঙ্গন কর।

নায়ক।—(উত্থান করিতে উদ্যত হওয়ায় উত্তরীয় অঙ্গ হইতে স্খলিত হইয়া মূর্চ্ছিত)

শঙ্খ।—কুমার! ওঠো, ওঠো!

জীমূতকেতু।—হা বৎস! আমাকে দেখেও কেন আলিঙ্গন করচ না?

বৃদ্ধা।—ওরে বাছা! একটি মুখের কথা বলেও তুই আমাদের আদর করলি নে?

মল।—হা নাথ! গুরুজনদের কি তুমি দেখ্‌বে না?

(সকলে মূর্চ্ছিত)

শঙ্খ।—হা হতভাগ্য শঙ্খচূড়! জন্মাবা মাত্রই কেন তোর মরণ হয় নি?—তুই যে প্রতিক্ষণে মরণেরও অধিক কষ্ট পাচ্চিস্।

গরুড়।—আমি অতি নিষ্ঠুর, এ সমস্তই আমার অবিবেচনার ফল। আচ্ছা, এইরূপ তবে করা যাক্। (পক্ষ দ্বারা বীজন) উঠ্‌ন, মহাত্মা উঠ্‌ন।

নায়ক।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া) শঙ্খচূড়! তুমি পিতামাতাদের সান্ত্বনা কর।

শঙ্খ।—তাত! উঠ্‌ন, উঠুন। জননী উঠ্‌ন। (উভয়ের সংজ্ঞা লাভ)

বৃদ্ধা।—আমাদের চক্ষের সাম্‌নে থেকে দুষ্ট কৃতান্ত কেন তোকে হরণ করলে?

জীমূতকেতু।—দেবি! ও অমঙ্গলের কথা বোলো না। বৎস বেঁচে আছে। এখন বধূকে সান্ত্বনা কর।

বৃদ্ধা।—(বস্ত্রে মুখ ঢাকিয়া রোদন করিতে করিতে) অমঙ্গল দূর হোক—আমি আর কাঁদব না। মলয়বতি! ওঠো, ওঠো—এই বেলা স্বামীর মুখ দর্শন কর।

মল।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া ও মুখ ঢাকিয়া) হা নাথ!

বৃদ্ধা।—বাছা! ওরূপ কোরো না—অমঙ্গল দূর হয়েচে।

জীমূ।—(সাশ্রুলোচনে স্বগত)

শেষ অঙ্গটিও লুপ্ত, নিরাশ্রয় হয়ে তাই
ওষ্ঠাগত প্রাণ এবে
হয়গো বাহির;
পুত্রের এ দশা হেরি' সন্তাপে শতধা হয়ে
কেন না বিদীর্ণ হয়
এ মোর শরীর?

মল।—হা নাথ! আমি কি কঠোর! তোমার এই দশা দেখেও কি না আমি প্রাণত্যাগ করচি নে!

বৃদ্ধা।—(নায়কের অঙ্গ-সকল স্পর্শ করিতে করিতে গরুড়ের প্রতি) নৃশংস! আমার পুত্রটির এখন এই নবযৌবন, এরই মধ্যে তুই কি না তার শরীরের এই অবস্থা করলি?

নায়ক।—না না, তা নয়, মা! ও আর বিশেষ কি করেচে? প্রকৃত-পক্ষে আমার শরীরের অবস্থা পূর্ব্ব হতেই এইরূপ। দেখ:

মেদ অস্থি মাংস মজ্জা
রক্তের সমষ্টি দেহ-মাঝে
—বীভৎস-দর্শন যাহা—
তাহে শোভা বল কিবা আছে?

গরুড়।—ওগো মহাত্মা! আমার মনে হচ্চে আমি যেন ঘোর নরকানলে দগ্ধ হচ্চি। এখন উপদেশ করুন, কি করে' আমি এই পাপ হতে মুক্ত হই।

নায়ক।—পিতার আজ্ঞা হলে' আমি এঁর পাপের প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ দি।

জীমূ।—আচ্ছা দেও বৎস!

নায়ক।—বিনতা-নন্দন! শোনো তবে।

গরুড়।—(কৃতাঞ্জলি হইয়া) আজ্ঞা করুন।

নায়ক।—প্রাণ-নাশে ক্ষান্ত হও, অনুতাপ করি' কর
হিংসা-জাত পূর্ব্ব-পাপক্ষয়;
সকল জীবের প্রতি অভয় করিয়া দান
যত্নে পুণ্য করহ সঞ্চয়;
এইরূপ আচরিলে, না ফলে পাপের ফল
—জীব-হিংসা হতে সমুৎপন্ন;
হ্রদমধ্যে বিনিক্ষিপ্ত লবণের কণা যথা
জলস্রোতে হয়ে যায় মগ্ন॥

গরুড়।—যে আজ্ঞা।

ছিনু গো শয়নে আমি অজ্ঞান-নিদ্রায়
তুমি এবে জাগাইয়া দিলে গো আমায়।
আজিকে হইতে আমি—করি গো শপথ—
সর্ব্ব-প্রাণী-হত্যা হতে হইনু বিরত॥

এখন নাগের দল করুক সমুদ্র মাঝে
সুখে বিচরণ:—
দ্বীপের আকারে কেহ পুলিন-বিপুল-ফণা
করুক ধারণ;
কুণ্ডলী পাকায়ে কেহ করুক আবর্ত্ত-ভ্রান্তি
জলে উৎপাদন;

কুল হতে কূলে কেহ অক্লেশে চলিয়া যাক
সেতুর মতন॥

তা ছাড়া :—

পদ-প্রান্ত-বিলম্বিত ঘন অন্ধকার-প্রায়
কেশপাশ করিয়া ধারণ,
নব রবি-কর-স্পর্শে কপোল রক্তিম করি'
ঠিক্ যেন সিন্দূর-লেপন,
আয়াসে অলস অঙ্গ —শ্রম-ক্লেশ তবু কিছু
না করি গণনা,
চন্দন-কাননে এই গাউক তোমারি কীর্ত্তি
যত নাগ-যুবতী ললনা।

নায়ক।—সাধু মহাত্মা সাধু! আমি এতে সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি, তুমি সর্ব্বপ্রকারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও। (শঙ্খচূড়ের প্রতি) দেখ শঙ্খচূড়! তুমিও এখন নিজ গৃহে ফিরে যাও।

শঙ্খ।—(নিঃশ্বাস ফেলিয়া অধোমুখে অবস্থান)

নায়ক।—(নিঃশ্বাস ফেলিয়া মাতাকে দেখিতে দেখিতে)

গরুড়ের চঞ্চু-অগ্রে নিপাতিত হইয়াছে
তব কলেবর
—ইহা ভাবি' মাতা তব নিশ্চয়ি তোমার শোকে
আছেন কাতর॥

বৃদ্ধা।—(সাশ্রুলোচনে) ধন্য সেই জননী যাঁর পুত্র গরুড়ের মুখে পড়েও অক্ষতশরীর, আর সেই পুত্রের মুখ এখন তিনি দেখ্‌তে পাবেন।

শঙ্খ।—মা! সে কথা সবই সত্য, যদি কুমার প্রকৃতিস্থ হন।

নায়ক।—(বেদনা প্রকাশ করিয়া) ওহোহো! পরোপকার সাধন-

সুখের সম্ভোগে আমি এতক্ষণ বেদনা কিছুমাত্র অনুভব করি নি ; কিন্তু এখন আমার ঘোর মর্ম্মচ্ছেদী যাতনা আরম্ভ হয়েচে !

(মরণাবস্থা)

জীমূতকেতু।—(শশব্যস্ত হইয়া) হা বৎস ! কেন এরূপ করচ ?

বৃদ্ধা।—হা ! কেন বাছা এরূপ বল্‌চে ; রক্ষা কর রক্ষা কর—এইবার নিশ্চয় দেখ্‌চি বাছার মৃত্যুদশা উপস্থিত।

মল।—হা নাথ ! মনে হচ্চে যেন তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্চ !

নায়ক।—(কৃতাঞ্জলি হইতে ইচ্ছুক হইয়া) শঙ্খচূড় ! আমার দুই হাত একত্র করে' দেও দিকি।

শঙ্খচূড়।—(তথা করত) হায় হায় ! জগৎ আজ অনাথ হল !

নায়ক।—(অর্দ্ধোন্মীলিত নেত্রে পিতাকে দেখিতে দেখিতে) তাত ! জননি ! এই আমার শেষ প্রণাম।

এই সব অঙ্গ মোর
আর নাহি এবে সচেতন,
সুস্পষ্ট কথাও এবে
কর্ণ আর না করে শ্রবণ,
হায় হায় ! এই চক্ষু
অকস্মাৎ গেল যে মুদিয়া,
পিতা ওগো ! অবশ এ
প্রাণ বুঝি যায় বাহিরিয়া ॥

অথবা, নাগের প্রাণ রক্ষা— (পতন)

বৃদ্ধা।—হা পুত্র ! হা বৎস !—গুরুজন-বৎসল ! তুই কোথায় গেলি ? উত্তর দে।

জীমূতকেতু।—হা বৎস জীমূতবাহন ! হা প্রণয়িজন-বল্লভ ! সর্ব্বগুণ-

নিধি!—কোথায় তুমি? উত্তর দেও। (হস্ত উৎক্ষিপ্ত করিয়া) হায় হায়! কি কষ্ট!

তুমি গেলে লোকান্তরে, তোমার বিহনে ধৈর্য্য
হল নিরাশ্রয়;
তোমার বিহনে বৎস কাহার আশ্রয় লবে
এবে গো বিনয়?
আর কেবা আছে হেথা, ক্ষমা আচরণ করে
তোমার সমান?
লুপ্ত হল বদান্যতা, সত্যই যে সত্য এবে
হ'ল অন্তর্ধান।
কৃপা এবে কৃপাপাত্র
—করিবে সে কোথায় গমন?
তোমার বিহনে পুত্র
শূন্য হল এ বিশ্ব-ভুবন॥

মল।—হা নাথ! আমাকে পরিত্যাগ করে' তুমি কোথায় গেলে? মলয়বতি! তুই অতি কঠোর-হৃদয়! কার দর্শনের আশায় তুই এখনও বেঁচে আছিস্?

শঙ্খ।—হা কুমার! এই প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় বল্লভকে ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে? শঙ্খচূড় নিশ্চয়ই তোমার অনুগামী হবে।

গরুড়।—হায় হায়! এই মহাত্মা গত হলেন। আচ্ছা, আমি তবে এখন করি কি?

বৃদ্ধা।—(সাশ্রুলোচনে ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) ভগবান লোকপালগণ! অমৃত সিঞ্চন করে' কোন্ প্রকারে আমার পুত্রকে তোমরা বাঁচাও।

গরুড়।—(সহর্ষে স্বগত) অমৃতের কথায় বেশ একটা কথা মনে পড়ে গেল, এইবার মনে হয়, আমার অপযশ নষ্ট হবে। এখন তবে

আমি ত্রিদশাপতি ইন্দ্রের কাছে গিয়ে আমার প্রার্থনা জানাইগে; তিনি যে অমৃত বর্ষণ করবেন তাতে শুধু জীমূতবাহন কেন—পূর্ব্ব-ভক্ষিত অস্থিশেষ সমস্ত নাগদেরই আমি বাঁচাতে পারব। আর, যদি তিনি অমৃত না দেন, তা হলে আমি :—

মহা-বেগবান, পটু, বায়ু-তুল্য পক্ষভরে
উঠি নভে, পিব আমি
সমস্ত সাগর ;
মোর নেত্রানল-দাহে প্রদীপ্ত দ্বাদশ সূর্য্য
মূরছি পড়িবে ভূমে
হইয়া কাতর ;
চঞ্চুতে করিব চূর্ণ, ইন্দ্রবজ্র, যম-দণ্ড,
গদা কুবেরের ;
দেবগণে জিনি' যুদ্ধে অমৃত প্রদেশ এক
সৃজিব গো ফের ॥

আমি তবে চল্লেম।

(সগর্বে পরিক্রমণ করত প্রস্থান)

জীমূ।—বৎস শঙ্খচূড়! এখনও কেন দাঁড়িয়ে আছ? কাষ্ঠ আহরণ করে' আমার পুত্রের চিতা রচনা কর ;—ঐ সঙ্গে আমরাও যাব।

বৃদ্ধা।—বাছা শঙ্খচূড়! শীঘ্র প্রস্তুত কর। দেখ তোমার ভ্রাতা আমাদের ছেড়ে একাকী রয়েছেন।

শঙ্খ।—যে আজ্ঞে। আপনাদের আগে আমিই যাব। (উঠিয়া চিতা রচনা করিয়া) জননি! এই চিতা সজ্জিত হয়েছে।

জীমূ।—দেবি! আর রোদনে কি ফল? এখন ওঠো, চিতায় আরোহণ করা যাক্। (সকলের উত্থান)

মল।—(অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া দেখিতে দেখিতে) ভগবতি গৌরি ! তুমিই আজ্ঞা করেছিলে, বিদ্যাধর-চক্রবর্ত্তী আমার পতি হবেন। তবে এই হতভাগিনীর জন্য তুমি কেন অলীক-বাদিনী হলে বল দিকি ?

ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া গৌরীর প্রবেশ।

গৌরী।—মহারাজ জীমূতকেতু ! এরূপ দুঃসাহসের কাজ কোরো না।

জীমূ।—এ কি ! অমোঘ-দর্শনা গৌরী যে !

গৌরী।—(মলয়বতীর প্রতি) বৎসে ! বলদিকি, আমি কিসে অলীক-বাদিনী হলেম ? (নায়কের নিকটে গিয়া কমণ্ডলু হইতে জল সিঞ্চন করিয়া)

নিজের জীবন দিয়া জগতের হিত তুমি
করেছ সাধন
—তোমা পরে তুষ্ট আমি, বাঁচিয়া ওঠো গো বৎস
জীমূতবাহন !

নায়ক।—(উত্থান)

জীমূ।—(সহর্ষে) দেবি। কি সৌভাগ্য ! ঐ দেখ, বৎস আবার বেঁচে উঠেছে।

বৃদ্ধা।—সে, ভগবতীরই প্রসাদে।

নায়ক।—(গৌরীকে দেখিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া) এ কি ! অমোঘ-দর্শনা ভগবতী যে !

অখিল জন-বাঞ্ছিত-বর-প্রদায়িনি !
প্রণত জনের দুঃখ-ক্লেশ-সংহারিণি !
—শরণ্যা সবার !
বিদ্যাধরগণ-পূজ্যা গৌরি ও গো ! নমি আমি
চরণে তোমার ॥

(গৌরীর পদতলে পতন)

সকলে।—(ঊর্দ্ধদিকে দর্শন)

গৌরী।—রাজন্! জীমূতকেতো! জীমূতবাহনকে আর এই অস্থিশেষ নাগদের বাঁচাবার জন্য অনুতাপ-গ্রস্ত পক্ষিরাজই দেবলোক হতে এই অমৃত-বৃষ্টি করাচ্চেন। (অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া) তুমি কি দেখ্‌তে পাচ্চ না?

দীপ্তমণি-প্রভা-জালে যাহাদের শিরোদেশ
সদা উদ্ভাসিত
—হেন বিষধর সবে শঙ্খচূড়-নাগ-সহ
হইয়া মিলিত
অমৃত-রসের লোভে রসনাগ্রদ্বয় দিয়া
ভূতল লেহিয়া,
গিরি-নদী-স্রোত-সম মহাবেগে বক্র পথে
আঁকিয়া-বাঁকিয়া
চলিয়া গো অবশেষে দেখ মহা-জলধিতে
এবে পশে গিয়া॥

(নায়কের প্রতি) বৎস জীমূতবাহন! কেবল মাত্র জীবনদানই তোমার উপযুক্ত পুরস্কার নয়; এই তোমার আর একটি পুরস্কার :—

এ মোর মানস হতে স্বেচ্ছাকৃত রত্ন-কুম্ভে
সুপবিত্র জল আনি' তুলি'
—মিশ্রিত হয়েচে যাতে হংস-অঙ্গ-বিকম্পিত
কনক-কমল-রেণুগুলি—
সেই জলে আমি নিজে অভিষেক-কার্য্য তব
বিধিমতে করি' সমাপন,
বিদ্যাধর-চক্রবর্ত্তী —এই পদ তোমারে গো
প্রীত হয়ে করিনু অর্পণ॥

আরো এখন দেখ্‌তে পাচ্চি, শারদশশীর ন্যায় নির্ম্মল অভিনব ব্যজন হস্তে, মণি-প্রভা-বিরচিত ইন্দ্রধনু-তুল্য বিবিধ ভূষণ অঙ্গে ধারণ করে,' হতভাগ্য "মতঙ্গ" প্রভৃতি বিদ্যাধরপতিগণ পূর্ব্বার্দ্ধ-কায়া ভক্তিভরে আনমিত করে' বারম্বার আমাকে নমস্কার করচে। তা, এখন বল, তোমার আর কি আকাঙ্ক্ষা আছে।

নায়ক।—এর পরেও আমার কি কোন আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে?

পক্ষিরাজ-ভয় হতে এই শঙ্খচূড় আজি
হইল রক্ষিত;
গরুড় পাইল শিক্ষা; পূর্ব্বে যে ভুজঙ্গগণ
হইল ভক্ষিত
তাহারাও সবে এবে অমৃতের বরষণে
হইল জীবিত;
আমি বাঁচিলাম বলি' পিতা মাতা না করিলা
প্রাণ বিসর্জ্জন;
চক্রবর্ত্তি-পদ পেনু; পাইলাম আরো আমি
তোমার দর্শন;
এর পর আরো কিবা থাকিতে পারে গো মোর
বাসনা এখন?

—তথাপি নটের এই প্রার্থনাটী যেন পূর্ণ হয়।

হরষিত শিখীদের তাণ্ডবের তরে
মেঘ যেন যথাকালে বরষণ করে।
বিগত-বিপদ হয়ে
এরাজ্যের যত প্রজাগণ,
না করি' পরের দ্বেষ
পুণ্য যেন করে আহরণ;

আর আত্ম-বন্ধু মাঝে
মনসুখে থাকি' অনুক্ষণ
আমোদ-প্রমোদে কাল
সদা যেন করে গো যাপন॥

(সকলের প্রস্থান)

